বিদ্যাধারা

নতুন সংস্করণ

# বাংলা

## ব্যাকরণ ও নির্মিতি

প্রথম

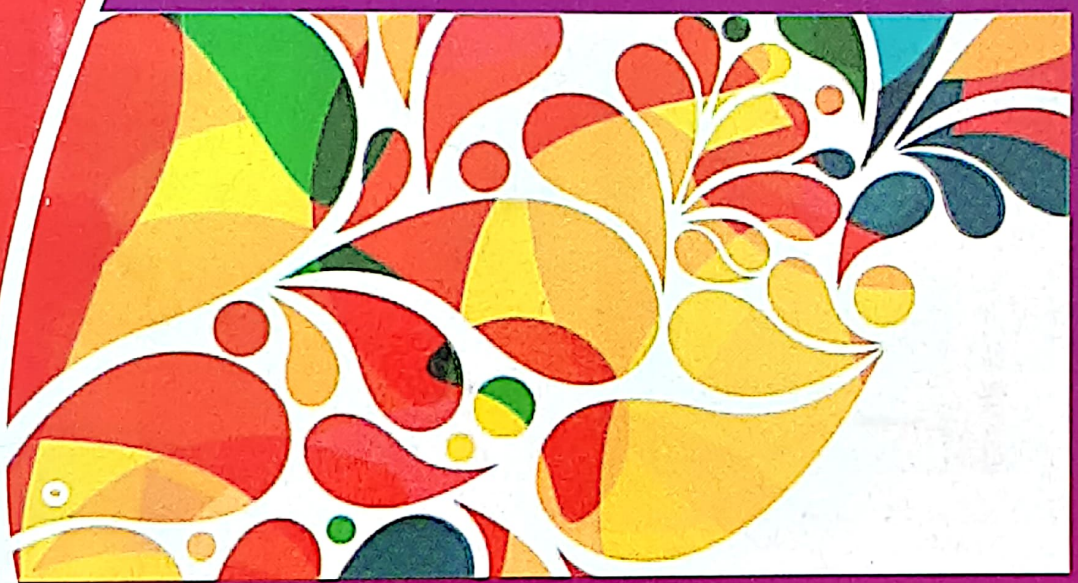

বিদ্যাশুরু প্রকাশনী

# প্রথম অংশ : ব্যাকরণ

## প্রথম অধ্যায়
## ভাষা

**ভাষা সম্পর্কে ধারণা :** ভাষা হচ্ছে ভাব প্রকাশের একটি সহজ ও প্রধান মাধ্যম। প্রত্যেক মানুষ জাতিরই নিজস্ব ভাষা আছে। যার মাধ্যমে তারা নিজেদের মধ্যে ভাবের আদান প্রদান করে থাকে।

মানুষ হিসাবে আমাদের সমাজে বসবাস করতে হয়। সমাজের প্রতিটি মানুষ নিজের প্রয়োজনে বিভিন্নভাবে মনের ভাব প্রকাশ করে। কখনো ইশারার সাহায্যে; কখনো কথা বলে, কখনো-বা লেখার মাধ্যমে। আর মনের ভাব প্রকাশের জন্য আমরা যেসব কথাবার্তা বলি, সেগুলোই হলো ভাষা।

ইশারার মাধ্যমে

কথার মাধ্যমে

লেখার মাধ্যমে

পৃথিবীতে অনেক দেশ ও জাতি আছে। প্রত্যেক দেশ ও জাতির নিজস্ব ভাষাও আছে। যেমন : বাংলাদেশের মানুষের ভাষা বাংলা, যুক্তরাজ্যের মানুষের ভাষা ইংরেজি।

**প্রশ্ন : ভাষা কাকে বলে?**

**উত্তর :** মনের ভাব প্রকাশ করতে মানুষ যেসব অর্থপূর্ণ কথা বলে, সেগুলোকে ভাষা বলে। যেমন : বাংলা ভাষা, ইংরেজি ভাষা, আরবি ভাষা।

**প্রশ্ন : মাতৃভাষা কাকে বলে?**

**উত্তর :** মানুষ মায়ের নিকট থেকে প্রথম যে ভাষায় কথা বলতে শিখে, তাকে মাতৃভাষা বলে। যেমন : বাংলা আমাদের মাতৃভাষা।

**প্রশ্ন : বাংলা ভাষা কাকে বলে?**

**উত্তর :** আমরা বাংলাদেশের অধিবাসীরা যে ভাষায় কথা বলি, তাকে বাংলা ভাষা বলে।

**প্রশ্ন : বাংলা ভাষার রূপ কয়টি ও কী কী?**

**উত্তর :** বাংলা ভাষার রূপ দু'টি। যথা : (১) সাধু ভাষা ও (২) চলিত ভাষা।

**প্রশ্ন : সাধু ভাষা কাকে বলে?**

**উত্তর :** যে ভাষা ব্যাকরণের নিয়ম যথাযথভাবে মেনে লেখা বা বলা হয়, তাকে সাধু ভাষা বলে। যেমন : আমি বিদ্যালয়ে যাইব। তাহারা খেলা করিতেছে। লিজা বই পড়িতেছিল ইত্যাদি।

**প্রশ্ন : চলিত ভাষা কাকে বলে?**

**উত্তর :** আমরা সব সময় যে ভাষায় কথা বলে থাকি, তার লিখিত রূপকে চলিত ভাষা বলে। যেমন : আমি বিদ্যালয়ে যাবো। তারা খেলা করে। লিজা বই পড়ছিল ইত্যাদি।

# ব্যাকরণ

**ব্যাকরণ সম্পর্কে ধারণা :** মানুষ যে কোন কাজ একটা নির্দিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী করে। তেমনি ভাষা শিখতে হলেও কিছু নিয়ম-কানুন জানতে হয়। পৃথিবীর প্রত্যেকটি ভাষারই কিছু নিয়ম-কানুন আছে। আর এসব নিয়ম-কানুনই হচ্ছে ব্যাকরণ। ব্যাকরণ ভাষাকে বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করে থাকে।

**প্রশ্ন : ব্যাকরণ কাকে বলে?**

**উত্তর :** ভাষাকে শুদ্ধ করে লিখতে, বলতে ও পড়তে যে নিয়ম-কানুনের প্রয়োজন হয়, তাকে ব্যাকরণ বলে। যেমন : বাংলা ব্যাকরণ। ইংরেজি ব্যাকরণ। আরবি ব্যাকরণ ইত্যাদি।

**প্রশ্ন : বাংলা ব্যাকরণ কাকে বলে?**

**উত্তর :** বাংলা ভাষা সঠিকভাবে শেখার নিয়ম-কানুনগুলোকে বাংলা ব্যাকরণ বলে।

## অনুশীলনী

১। ভাষা কাকে বলে?
২। মাতৃভাষা কাকে বলে?
৩। বাংলা ভাষা কাকে বলে?
৪। বাংলা ভাষার রূপ কয়টি ও কী কী?
৫। সাধু ভাষা কাকে বলে?
৬। চলিত ভাষা কাকে বলে?
৭। ব্যাকরণ কাকে বলে?
৮। বাংলা ব্যাকরণ কাকে বলে?
৯। সঠিক উত্তরের পাশে বৃত্ত (●) ভরাট করো।

(ক) মনের ভাব প্রকাশের প্রধান মাধ্যম—
○ ইশারা-ইঙ্গিত ○ ভাষা
○ নাচ ○ চিত্র

(খ) আমরা মায়ের কাছে—
○ বাংলা ভাষা শিখি ○ উর্দু ভাষা শিখি
○ ইংরেজি ভাষা শিখি ○ মাতৃভাষা শিখি

(গ) আমাদের মাতৃভাষা—
○ আরবি ○ ইংরেজি
○ ফার্সি ○ বাংলা

(ঘ) বাংলা ভাষার কয়টি রূপ—
○ একটি ○ দুটি
○ তিনটি ○ পাঁচটি

(ঙ) ভাষা শেখার নিয়ম-কানুনগুলোকে—
○ ব্যাকরণ বলে ○ বর্ণ বলে
○ ভাষা বলে ○ বর্ণমালা বলে

## দ্বিতীয় অধ্যায়
# বর্ণ ও বর্ণমালা

**বর্ণ সম্পর্কে ধারণা :** মানুষ ভাষা লিখিত আকারে প্রকাশের জন্য কতোগুলো প্রতীক বা সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহার করে। এসব চিহ্নকে বর্ণ বলে।

**প্রশ্ন : বর্ণ কাকে বলে?**

**উত্তর :** ভাষা লেখার সাংকেতিক চিহ্ন বা লিখিত রূপগুলোকে বর্ণ বা অক্ষর বলে।

যেমন : অ, আ, ক, খ ইত্যাদি।

**প্রশ্ন : বর্ণমালা কাকে বলে?**

**উত্তর :** বাংলা ভাষায় মোট ৫০টি বর্ণ আছে। সবগুলো বর্ণকে একত্রে বর্ণমালা বলে।

**প্রশ্ন : বর্ণ কয় প্রকার ও কী কী?**

**উত্তর :** বর্ণ দুই প্রকার। যথা : (১) স্বরবর্ণ ও (২) ব্যঞ্জনবর্ণ।

**প্রশ্ন : স্বরবর্ণ কাকে বলে? স্বরবর্ণ কয়টি ও কী কী?**

**উত্তর :** যেসব বর্ণ অন্য বর্ণের সাহায্য ছাড়া নিজে নিজেই উচ্চারিত হতে পারে, সেসব বর্ণকে স্বরবর্ণ বলে। বাংলা ভাষায় মোট ১১টি স্বরবর্ণ আছে। যথা :

| | | | |
|---|---|---|---|
| অ | আ | ই | ঈ |
| উ | ঊ | ঋ | |
| এ | ঐ | ও | ঔ |

**প্রশ্ন : ব্যঞ্জনবর্ণ কাকে বলে? ব্যঞ্জনবর্ণ কয়টি ও কী কী?**

**উত্তর :** যেসব বর্ণ স্বরবর্ণের সাহায্য ছাড়া উচ্চারিত হতে পারে না, সেগুলোকে ব্যঞ্জনবর্ণ বলে। বাংলা ভাষায় মোট ৩৯টি ব্যঞ্জনবর্ণ আছে। যেমন :

ক = ক + অ

খ = খ + অ ইত্যাদি।

## ব্যঞ্জনবর্ণ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ক | খ | গ | ঘ | ঙ |
| চ | ছ | জ | ঝ | ঞ |
| ট | ঠ | ড | ঢ | ণ |
| ত | থ | দ | ধ | ন |
| প | ফ | ব | ভ | ম |
| য | র | ল | শ | ষ |
| স | হ | ড় | ঢ় | য় |
| ৎ | ং | ঃ | ঁ | |

## অনুশীলনী

১। বর্ণ কাকে বলে?
২। বর্ণমালা কাকে বলে?
৩। বর্ণ কয় প্রকার ও কী কী?
৪। স্বরবর্ণ কাকে বলে? স্বরবর্ণ কয়টি ও কী কী?
৫। ব্যঞ্জনবর্ণ কাকে বলে? ব্যঞ্জনবর্ণ কয়টি ও কী কী?
৬। সঠিক উত্তরের পাশে বৃত্ত (●) ভরাট করো।

(ক) বর্ণ কয় প্রকার?
- ○ পাঁচ প্রকার
- ○ তিন প্রকার
- ○ দুই প্রকার
- ○ এক প্রকার

(খ) স্বরবর্ণের সংখ্যা মোট—
- ○ ২০টি
- ○ ১১টি
- ○ ২৫টি
- ○ ৫টি

(গ) ব্যঞ্জনবর্ণের সংখ্যা মোট—
- ○ ১১টি
- ○ ৩৯টি
- ○ ২০টি
- ○ ৫টি

(ঘ) বাংলা ভাষায় মোট বর্ণ—
- ○ ৫০টি
- ○ ৩৯টি
- ○ ১১টি
- ○ ২০টি

## তৃতীয় অধ্যায়
# মাত্রা, কার ও ফলা

**মাত্রা, কার ও ফলা সম্পর্কে ধারণা :** বাংলা ভাষা লেখার ক্ষেত্রে মাত্রা, কার ও ফলার ব্যাপক ব্যবহার রয়েছে। বাংলা বর্ণমালায় কয়েকটি বর্ণ পূর্ণ মাত্রা, কয়েকটি বর্ণ অর্ধমাত্রা এবং কয়েকটি বর্ণ মাত্রা ছাড়া আছে। স্বরবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপ হলো 'কার' আর ব্যঞ্জনবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপ হলো 'ফলা'।

**প্রশ্ন : মাত্রা কাকে বলে?**

**উত্তর :** বাংলা ভাষার বিভিন্ন বর্ণের উপর '—' এরূপ চিহ্নকে মাত্রা বলে।

**প্রশ্ন : পূর্ণমাত্রা যুক্ত বর্ণ কয়টি ও কী কী?**

**উত্তর :** পূর্ণমাত্রা যুক্ত বর্ণ ৩২টি। যথা :

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| অ | আ | ই | ঈ | উ | ঊ | ক | ঘ | চ | ছ | জ | ঝ | ট | ঠ | ড | ঢ | |
| ত | দ | ন | ফ | ব | ভ | ম | য | র | ল | ষ | স | হ | ড় | ঢ় | য় | |

**প্রশ্ন : অর্ধমাত্রা যুক্ত বর্ণ কয়টি ও কী কী?**

**উত্তর :** অর্ধমাত্রা যুক্ত বর্ণ ৮টি। যথা :

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ঋ | খ | গ | ণ | থ | ধ | প | শ |

**প্রশ্ন : মাত্রা ছাড়া বর্ণ কয়টি ও কী কী?**

**উত্তর :** মাত্রা ছাড়া বর্ণ ১০টি। যথা :

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| এ | ঐ | ও | ঔ | ঙ | ঞ | ৎ | ং | ঃ | ঁ |

**প্রশ্ন : কার বা স্বরচিহ্ন কাকে বলে?**

**উত্তর :** বাংলা ভাষায় কার হলো স্বরবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপ। 'অ'-ছাড়া অন্যান্য স্বরবর্ণ গুলোর যে সংক্ষিপ্ত রূপ ব্যঞ্জনবর্ণের সাথে মিলিত হয়, তাকে কার বা স্বরচিহ্ন বলে।

**প্রশ্ন : কার বা স্বরচিহ্ন কয়টি ও কী কী?**

**উত্তর :** বাংলা ভাষায় মোট ১০টি কার বা স্বরচিহ্ন আছে। যথা :

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| া | ি | ী | ু | ূ | ৃ | ে | ৈ | ো | ৌ |

**প্রশ্ন : ফলা কাকে বলে?**

**উত্তর :** উচ্চারণের সময় য, র, ম, ন, ণ, ব এবং ল যখন অন্য কোন ব্যঞ্জনবর্ণের সাথে মিলিত হয়, তখন তাদেরকে ফলা বলে।

**প্রশ্ন : প্রত্যেকটি ফলার নাম, আকৃতি এবং উদাহরণ দাও।**

**উত্তর :** প্রত্যেকটি ফলার নাম, আকৃতি এবং উদাহরণ নিচে দেয়া হলো :

| ফলার নাম | ফলার আকৃতি | উদাহরণ |
|---|---|---|
| য—ফলা | ্য | গদ্য, সভ্য, সত্য, মান্য, অদ্য, বাধ্য। |
| র—ফলা | ্র | গ্রাম, প্রাণি, শ্রেণি, ভদ্র, ট্রেন, প্রকার। |
| রেফ্—ফলা | র্ | শর্ত, বর্ণ, অর্থ, মর্ত, ধূর্ত, পর্ব, সর্ব, প্রার্থনা। |
| ল—ফলা | ্ল | ক্লাব, গ্লাস, ক্লাস, অম্ল। |
| ন—ফলা | ্ন | প্রশ্ন, বুগ্ন, যত্ন, রত্ন, তীক্ষ্ণ, কৃতঘ্ন। |
| ব—ফলা | ্ব | স্বত্ব, অশ্ব, বিশ্ব, জ্বর, স্বর। |
| ম—ফলা | ্ম | সম্মান, লক্ষ্মী, আম্মা, পদ্মা, আত্মা, জন্ম। |

## অনুশীলনী

১। মাত্রা কাকে বলে?
২। পূর্ণ মাত্রাযুক্ত বর্ণ মোট কয়টি ও কী কী?
৩। অর্ধ মাত্রাযুক্ত বর্ণ মোট কয়টি ও কী কী?
৪। মাত্রা ছাড়া বর্ণ মোট কয়টি ও কী কী?
৫। কার বা স্বরচিহ্ন কাকে বলে?
৬। কার বা স্বরচিহ্ন কয়টি ও কী কী?
৭। ফলা কাকে বলে?
৮। প্রত্যেকটি ফলার নাম, আকৃতি এবং উদাহরণ দাও।
৯। সঠিক উত্তরের পাশে বৃত্ত (●) ভরাট করো।

(ক) পূর্ণ মাত্রাযুক্ত বর্ণ মোট—
○ ১১টি ○ ৩২টি
○ ৩৯টি ○ ৪৯টি

(খ) অর্ধ মাত্রাযুক্ত বর্ণ মোট—
○ ৩২টি ○ ৩৯টি
○ ৮টি ○ ৫০টি

(গ) মাত্রা ছাড়া বর্ণ মোট—
○ ১০টি ○ ১১টি
○ ১৫টি ○ ২০টি

(ঘ) কার কয়টি?
○ ১১টি ○ ১০টি
○ ২০টি ○ ৩৯টি

## চতুর্থ অধ্যায়
# শব্দ ও বর্ণ বিশ্লেষণ

**শব্দ সম্পর্কে ধারণা :** বাংলা বর্ণমালায় বর্ণের সাথে বর্ণ মিলে শব্দ গঠন হয়। আবার একটি বর্ণেও একটি শব্দ হয়। তবে বর্ণের সাথে বর্ণ মিললেই শব্দ হবে না। তার সঠিক অর্থ থাকতে হবে। অর্থবোধক বর্ণসমষ্টিকে শব্দ বলে।

**প্রশ্ন : শব্দ কাকে বলে?**

**উত্তর :** এক বা একাধিক বর্ণ মিলে যদি কোনো অর্থবোধক ভাব প্রকাশ করে, তাকে শব্দ বলে। যেমন : 'কলম' একটি শব্দ। এখানে 'ক' একটি বর্ণ 'ল' একটি বর্ণ 'ম' একটি বর্ণ। এই তিনটি বর্ণ পাশপাশি বসিয়ে আমরা অর্থবোধক একটি শব্দ পাই। তাই 'কলম' একটি শব্দ।

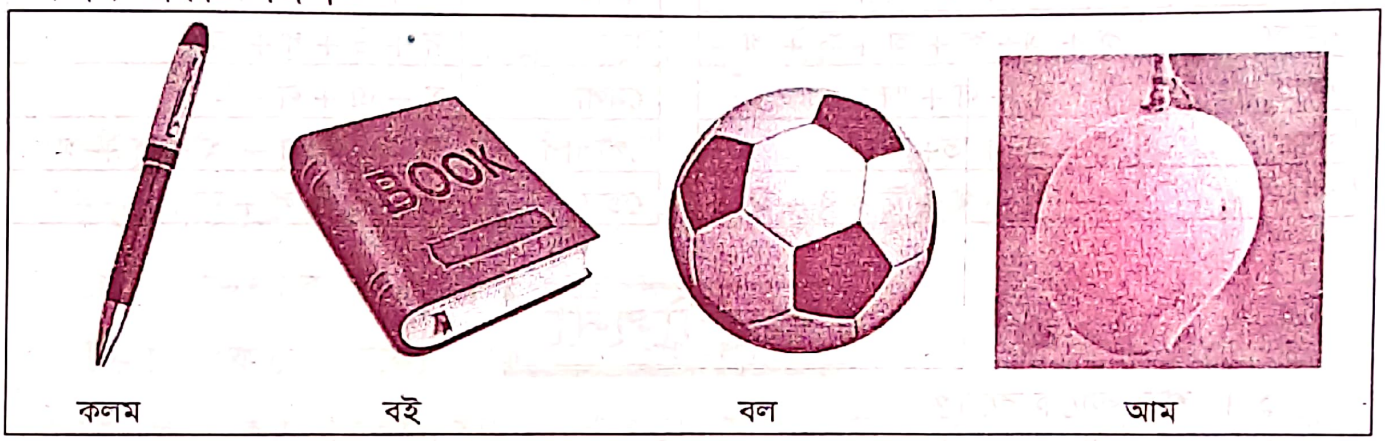


কলম বই বল আম

**প্রশ্ন : কীভাবে শব্দ তৈরি করা যায়?**

**উত্তর :** বিভিন্ন ভাবে শব্দ তৈরি করা যায়। যেমন : কার ছাড়া, কার যোগে, ফলা ছাড়া, ফলা যোগে। এছাড়া যুক্তবর্ণ দিয়েও শব্দ গঠন করা যায়।

### শব্দ তৈরির বিভিন্ন নমুনা নিচে দেখানো হলো

| | | |
|---|---|---|
| 'কার' ছাড়া শব্দ | → | বক, মন, বর, কলম, ঘর ইত্যাদি। |
| 'কার' যোগে শব্দ | → | বাবা, মা, গোলাপ, বেলি, সূর্য ইত্যাদি। |
| 'ফলা' যোগে শব্দ | → | প্রথম, সত্য, প্রভাত, মিথ্যা, যাত্রা ইত্যাদি। |
| 'যুক্তবর্ণ' যোগে শব্দ | → | আব্বা, আম্মা, প্রশ্ন, ভক্ত ইত্যাদি। |

# বর্ণ বিশ্লেষণ

বর্ণ বিশ্লেষণ সম্পর্কে ধারণা : দুই বা ততোধিক বর্ণ মিলে শব্দ তৈরি হয়। যে কোন শব্দকে ভেঙ্গে বর্ণগুলোকে আলাদা আলাদা দেখানোর নাম বর্ণ বিশ্লেষণ। বর্ণ বিশ্লেষণের সময় কারবিহীন ব্যঞ্জনবর্ণের সাথে উহ্য স্বরবর্ণ ও কারযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের ক্ষেত্রে কারের মূল বর্ণ উল্লেখ করতে হয়।

**প্রশ্ন : বর্ণ বিশ্লেষণ কাকে বলে?**

উত্তর : যে কোন শব্দকে ভেঙ্গে প্রতিটি বর্ণকে আলাদা আলাদাভাবে দেখানোর নামই বর্ণ বিশ্লেষণ।

## নিচে বর্ণ বিশ্লেষণ দেখানো হলো

| প্রদত্ত শব্দ | বর্ণ বিশ্লেষণ |
|---|---|
| পাতা | প্ + আ + ত্ + আ |
| কলস | ক্ + অ+ ল্ + অ + স্ + অ |
| বল | ব্ + অ + ল্ + অ |
| খাতা | খ্ + আ + ত্+ আ |
| পৃথিবী | প + ঋ + থ + ই + ব + ঈ |

| প্রদত্ত শব্দ | বর্ণ বিশ্লেষণ |
|---|---|
| কলম | ক্ + অ + ল্ + অ + ম্ + অ |
| দুধ | দ্ + উ + ধ্ + অ |
| মেলা | ম্ + এ + ল্ + আ |
| গোলাপ | গ্ + ও + ল্ + আ+ প্ + অ |
| তৈল | ত্ + ঐ + ল্ + অ |

## অনুশীলনী

১। শব্দ কাকে বলে?

২। শব্দ কীভাবে তৈরি করা যায়?

৩। বর্ণ বিশ্লেষণ কাকে বলে?

৪। সঠিক উত্তরের পাশে বৃত্ত (●) ভরাট করো।

(ক) কার ছাড়া শব্দ কোনটি?

○ আকাশ ○ বই
○ পিঠা ○ প্রশ্ন

(খ) কার যুক্ত শব্দ কোনটি?

○ অলস ○ প্রথম
○ বাবা ○ কলম

(গ) যুক্ত বর্ণ যোগে শব্দ কোনটি?

○ বাবা ○ আব্বা
○ বই ○ তিমি

পঞ্চম অধ্যায়

# বাক্য ও বাক্য বিশ্লেষণ

**বাক্য সম্পর্কে ধারণা :** কয়েকটি শব্দ পাশাপাশি বসে বাক্য তৈরি হয়। কিন্তু কয়েকটি শব্দ পাশাপাশি বসলেই বাক্য গঠন হয় না। শব্দগুলো অর্থবোধক হতে হয়। যেমন : আহাদ + বই + পড়ে = আহাদ বই পড়ে।

**প্রশ্ন : বাক্য কাকে বলে? উদাহরণ দাও।**

**উত্তর :** কয়েকটি শব্দ পাশাপাশি বসে যদি মনের কোনো ভাব পূর্ণরূপে প্রকাশ করে, তাকে বাক্য বলে। যেমন : লিজা স্কুলে যায়। গরুর দুধ সুস্বাদু।

## বাক্য বিশ্লেষণ

**প্রশ্ন : বাক্যে কয়টি অংশ এবং কী কী?**

**উত্তর :** বাক্যে দুটি অংশ; যথা : (১) উদ্দেশ্য ও (২) বিধেয়।

**প্রশ্ন : উদ্দেশ্য কাকে বলে? উদাহরণ দাও।**

**উত্তর :** কোনো বাক্যের মধ্যে যার সম্বন্ধে কিছু বলা হয়, তাকে উদ্দেশ্য বলে। যেমন : আল-আমিন স্কুলে যায়। এই বাক্যে 'আল-আমিন' সম্পর্কে কিছু বলা হয়েছে। তাই এখানে 'আল-আমিন' উদ্দেশ্য।

**প্রশ্ন : বিধেয় কাকে বলে? উদাহরণ দাও।**

**উত্তর :** কোনো বাক্যের মধ্যে উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যা কিছু বলা হয়, তাকে বিধেয় বলে। যেমন : আল-আমিন স্কুলে যায়। এ বাক্যে 'আল-আমিন' সম্পর্কে 'স্কুলে যায়' বুঝানো হয়েছে। তাই এ বাক্যে 'স্কুলে যায়' অংশটুকু বিধেয়।

➤ মনে রাখতে হবে যে, সাধারণত বাক্যের প্রথম অংশ উদ্দেশ্য এবং বাক্যের দ্বিতীয় অংশ বিধেয় হয়।

## বাক্য বিশ্লেষণ ছকের মাধ্যমে দেখানো হলো

| মূল বাক্য | উদ্দেশ্য | বিধেয় |
|---|---|---|
| আমার মা একজন শিক্ষিকা | আমার মা | একজন শিক্ষিকা |
| মরিয়ম খুব ভালো মেয়ে | মরিয়ম | খুব ভালো মেয়ে |
| নূর ও নাজনিন স্কুলে যায় | নূর ও নাজনিন | স্কুলে যায় |

## অনুশীলনী

১। বাক্য কাকে বলে? উদাহরণ দাও।

২। বাক্যে কয়টি অংশ থাকে? অংশগুলো কী কী?

৩। উদ্দেশ্য ও বিধেয় কাকে বলে? উদাহরণ দাও।

৪। সঠিক উত্তরের পাশে বৃত্ত (●) ভরাট করো।

(ক) বাক্যে অংশ থাকে—

○ ৩টি ○ ৪টি

○ ২টি ○ ১টি

(খ) উদ্দেশ্য বাক্যের—

○ দ্বিতীয় অংশ ○ প্রথম অংশ

○ তৃতীয় অংশ ○ চতুর্থ অংশ

(গ) বিধেয় বাক্যের—

○ চতুর্থ অংশ ○ দ্বিতীয় অংশ

○ প্রথম অংশ ○ তৃতীয় অংশ

(ঘ) তানজিল ব্যাকরণ বই পড়ে। এখানে তানজিল—

○ উদ্দেশ্য ○ বাক্য

○ বিধেয় ○ কোনটি নয়

# ষষ্ঠ অধ্যায়
# পদ

**পদ সম্পর্কে ধারণা :** এক বা একের বেশি শব্দ মিলে একটি বাক্য তৈরি হয়। বাক্যে ব্যবহৃত প্রত্যেকটি শব্দই এক একটি পদ। ভাব ও অর্থের ভিন্নতা অনুযায়ী এগুলোকে বিভিন্ন নামে নামকরণ করা হয়।

**প্রশ্ন : পদ কাকে বলে?**

**উত্তর :** বাক্যে ব্যবহৃত প্রত্যেকটি শব্দকেই এক একটি পদ বলে। যেমন : জনি স্কুলে যায়। এ বাক্যে জনি, স্কুলে এবং যায় মোট তিনটি শব্দ রয়েছে। আর এই শব্দগুলোর প্রত্যেকটিই এক একটি পদ।

**প্রশ্ন : পদ কয় প্রকার ও কী কী?**

**উত্তর :** পদ পাঁচ প্রকার। যথা : (১) বিশেষ্য (২) বিশেষণ (৩) সর্বনাম (৪) অব্যয় (৫) ক্রিয়া।

**প্রশ্ন : বিশেষ্য পদ কাকে বলে?**

**উত্তর :** কোনো কিছুর নামকেই বিশেষ্য পদ বলে। যেমন : কলম, বই, টেবিল, ইত্যাদি।

কলম

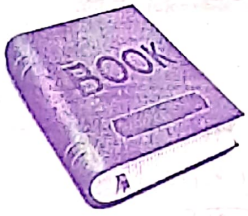


বই

টেবিল

**প্রশ্ন : বিশেষণ পদ কাকে বলে?**

**উত্তর :** যে পদ দ্বারা অন্য কোনো পদের দোষ, গুণ, অবস্থা, সংখ্যা ও পরিমাণ বুঝায়, তাকে বিশেষণ পদ বলে। যেমন : সুন্দর, অল্প, বেশি, ধনী, চোর, কম ইত্যাদি।

প্রশ্ন : সর্বনাম পদ কাকে বলে?

উত্তর : যে পদ বিশেষ্য পদের পরিবর্তে বসে, তাকে সর্বনাম পদ বলে, যেমন : আমি, তুমি, সে, তারা, তিনি, আমরা, তোমরা, সব, সকল, উনি, যে, যা, যার, কে, কাকে ইত্যাদি।

প্রশ্ন : অব্যয় পদ কাকে বলে?

উত্তর : কোনো অবস্থাতেই যে পদের পরিবর্তন হয় না, তাকে অব্যয় পদ বলে। যেমন : ও, এবং, কিন্তু, আর, বা, না, অথবা, নতুবা, জন্য, অপেক্ষা ইত্যাদি।

লিজা ও আহাদ দুই ভাই-বোন

পলাশ এবং তানজিল স্কুলে যায়

সে সৎ কিন্তু সুস্থ্য নয়

প্রশ্ন : ক্রিয়া পদ কাকে বলে?

উত্তর : যে পদ দ্বারা হওয়া, যাওয়া, খাওয়া, করা ইত্যাদি কাজ করা বুঝায় তাকে ক্রিয়াপদ বলে। যেমন : আপেল খাব। আমি স্কুলে যাব। সে বই পড়ছে ইত্যাদি।

## অনুশীলনী

১। পদ কাকে বলে?
২। পদ কয় প্রকার ও কী কী?
৩। বিশেষ্য পদ কাকে বলে? উদাহরণ দাও।
৪। বিশেষণ পদ কাকে বলে? উদাহরণ দাও।
৫। সর্বনাম পদ কাকে বলে? উদাহরণ দাও।
৬। অব্যয় পদ কাকে বলে? উদাহরণ দাও।
৭। ক্রিয়া পদ কাকে বলে? উদাহরণ দাও।
৮। সঠিক উত্তরের পাশে বৃত্ত (●) ভরাট করো।

(ক) বাক্যে ব্যবহৃত পদ সাধারণত—
○ সাত প্রকার ○ পাঁচ প্রকার ○ চার প্রকার ○ ছয় প্রকার

(খ) যে পদ বিশেষ্য পদের পরিবর্তে বসে তাকে বলে—
○ ক্রিয়া পদ ○ অব্যয় পদ ○ বিশেষণ পদ ○ সর্বনাম পদ

(গ) কোন পদের কোন পরিবর্তন হয় না—
○ বিশেষ্য পদ ○ ক্রিয়া পদ ○ সর্বনাম পদ ○ অব্যয় পদ

# সপ্তম অধ্যায়
# বচন

**বচন সম্পর্কে ধারণা :** সাধারণত বচন শব্দের অর্থ 'কথা' হলেও ব্যাকরণের ভাষায় বচন শব্দের অর্থ 'সংখ্যা' বুঝিয়ে থাকে।

**প্রশ্ন : বচন কাকে বলে?**

**উত্তর :** যে সকল শব্দ দ্বারা কোন ব্যক্তি, বস্তু বা প্রাণীর সংখ্যা অথবা পরিমাণ বুঝায়, তাকে বচন বলে। যেমন : একটি কলম। অনেকগুলো পাখি। ৪টি আম ইত্যাদি।

**প্রশ্ন : বচন কয় প্রকার ও কী কী?**

**উত্তর :** বচন দুই প্রকার। যথা : (১) একবচন ও (২) বহুবচন।

**প্রশ্ন : একবচন কাকে বলে? উদাহরণ দাও।**

**উত্তর :** যে শব্দ দ্বারা নির্দিষ্ট কোনো একজন মানুষ, ব্যক্তি, বস্তু বা প্রাণীকে বুঝায় তাকে একবচন বলে। যেমন : কলমটি, পাখিটি, সে ইত্যাদি।

**প্রশ্ন : বহুবচন কাকে বলে? উদাহরণ দাও।**

**উত্তর :** যে শব্দ দ্বারা নির্দিষ্ট কোনো একটি বস্তু, ব্যক্তি বা প্রাণীকে না বুঝিয়ে একাধিক বস্তু, ব্যক্তি বা প্রাণীকে বুঝায় তাকে বহুবচন বলে। যেমন : আমরা, পাখিগুলি, তোমরা, মানুষেরা, অনেক মানুষ, আপেলগুলো, অনেক আম ইত্যাদি।

## বহুবচন গঠনের নিয়মাবলী

শব্দের শেষে রা, এরা, গণ, গুলো ইত্যাদি যোগ করে বহুবচন করা হয়। যেমন :

| একবচন | বহুবচন |
|---|---|
| ছেলে | ছেলেরা |
| শিক্ষক | শিক্ষকগণ |
| কলম | কলমগুলো |
| মেয়ে | মেয়েরা |
| বই | বইগুলো |
| মানুষ | মানুষেরা |
| পাখি | পাখিগুলো |
| দেবতা | দেবতাগণ |

শব্দের শেষে মালা, রাশি, দল, বর্গ, কুল, মন্ডলী, সমূহ, রাজি ইত্যাদি যোগ করে, বহু বচন করা হয়। যেমন :

| একবচন | বহুবচন |
|---|---|
| পর্বত | পর্বতমালা |
| জল | জলরাশি |
| সৈন্য | সৈন্যদল |
| মন্ত্রী | মন্ত্রীবর্গ |
| পক্ষি | পক্ষিকুল |
| সম্পাদক | সম্পাদকমন্ডলী |
| পুস্তক | পুস্তকগুলো |
| বৃক্ষ | বৃক্ষরাজি |

সর্বনাম পদ একবচন হতে বহুবচন করা হয়। যেমন :

| একবচন | বহুবচন |
|---|---|
| আমি | আমরা |
| তুমি | তোমরা |
| তিনি | তাঁরা |
| সে | তারা |
| আপনি | আপনারা |
| ইনি | এঁরা |
| উনি | উনারা |
| যে | যারা |
| ও | ওরা |
| এ | এরা |

## অনুশীলনী

১। বচন কাকে বলে? বচন কয় প্রকার ও কী কী?

২। একবচন ও বহুবচন কাকে বলে? উদাহরণ দাও।

৩। সঠিক উত্তরের পাশে বৃত্ত (●) ভরাট করো।

(ক) সংখ্যার ধারণাকে বলে—

○ কারক ○ বর্ণ ○ শব্দ ○ বচন

(খ) বচন—

○ চার প্রকার ○ তিন প্রকার ○ দুই প্রকার ○ ছয় প্রকার

(গ) কোনটি বহুবচন নয়?

○ একটি আম ○ দুইটি আপেল ○ চারটি আনারস ○ পাঁচটি কলম

# অষ্টম অধ্যায়
# সন্ধি

**সন্ধি সম্পর্কে ধারণা :** "সন্ধি" শব্দের অর্থ সংযোগ বা মিলন। সাধারণত পূর্ব পদের শেষ বর্ণ ও পরপদের প্রথম বর্ণের মিলনে সন্ধি হয়। যেমন : মহা + আশয় = মহাশয়। এখানে মহা শব্দের শেষ বর্ণ (া) 'আ' এবং 'আশয়' শব্দের প্রথম বর্ণ 'আ'। এই দুটি 'আ' বর্ণ মিলে 'আ' বা 'া' হয়েছে। এভাবে দুটি বর্ণের মিলনে সন্ধি হয়।

**প্রশ্ন : সন্ধি কাকে বলে?**

**উত্তর :** পাশাপাশি দুটি বর্ণের মিলনকে সন্ধি বলে। যেমন :

বিদ্যা + আলয় = বিদ্যালয় [আ + আ = া]

হিম + আলয় = হিমালয় [অ + আ = া]

পরি + ঈক্ষা = পরীক্ষা [ই + ঈ = ী]

**প্রশ্ন : সন্ধি কয় প্রকার ও কী কী?**

**উত্তর :** সন্ধি তিন প্রকার। যথা :

(১) স্বরসন্ধি,
(২) ব্যঞ্জনসন্ধি ও
(৩) বিসর্গসন্ধি।

**প্রশ্ন : স্বরসন্ধি কাকে বলে?**

**উত্তর :** স্বরবর্ণের সাথে স্বরবর্ণের মিলনে যে সন্ধি হয়, তাকে স্বরসন্ধি বলে। যেমন : নব + অন্ন = নবান্ন (অ + অ = আ)

## কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ স্বরসন্ধি

| | | |
|---|---|---|
| পরি + ঈক্ষা = পরীক্ষা | সিংহ + আসন = সিংহাসন | অপ + ইক্ষা = অপেক্ষা |
| ক্ষুধা + ঋত = ক্ষুধার্ত | মহা + আশয় = মহাশয় | অতি + ইত = অতীত |
| সু + আগত = স্বাগত | সূর্য + উদয় = সূর্যোদয় | হিম + আলয় = হিমালয় |
| জন + এক = জনৈক | বিদ্যা + আলয় = বিদ্যালয় | রমা + ঈশ = রমেশ |
| রবি + ইন্দ্র = রবীন্দ্র | যথা + ইষ্ট = যথেষ্ট | মহা + ইন্দ্র = মহেন্দ্র |
| শুভ + ইচ্ছা = শুভেচ্ছা | শশ + অংক = শশাঙ্ক | পর + উপকার = পরোপকার |
| নব + অন্ন = নবান্ন | প্রতি + এক = প্রত্যেক | অদ্য + অবধি = অদ্যাবধি |

**প্রশ্ন : ব্যঞ্জনসন্ধি কাকে বলে?**

**উত্তর :** ব্যঞ্জনবর্ণের সাথে ব্যঞ্জনবর্ণের অথবা ব্যঞ্জনবর্ণের সাথে স্বরবর্ণের মিলনে যে সন্ধি হয়, তাকে ব্যঞ্জনসন্ধি বলে। যেমন : চল+অচল=চলাচল (অ+{(ল+অ)+অ+া} অ)

## কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যঞ্জনসন্ধি

| | | |
|---|---|---|
| উৎ + লাস = উল্লাস | গৈ + অক = গায়ক | চাষ + আবাদ = চাষাবাদ |
| পরি + ছদ = পরিচ্ছদ | সম্ + সার = সংসার | উৎ + লেখ = উল্লেখ |
| দিক + অন্ত = দিগন্ত | নৈ + অক = নায়ক | ষট্ + দশ = ষোড়শ |
| যথা + অর্থ = যথার্থ | কাঁদ + না = কান্না | অতি + আচার = অত্যাচার |
| সম্ + বাদ = সংবাদ | সম্ + তান = সন্তান | দুহ্ + ত = দুগ্ধ |
| সৎ + চিন্তা = সচ্চিন্তা | নৌ + ইক = নাবিক | তদ্ + পর = তৎপর |

**প্রশ্ন : বিসর্গসন্ধি কাকে বলে?**

উত্তর : বিসর্গের সাথে স্বরবর্ণের বা ব্যঞ্জনবর্ণের যে সন্ধি হয়, তাকে বিসর্গসন্ধি বলে। যেমন-নিঃ + জন = নির্জন।

## কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিসর্গসন্ধি

| | | |
|---|---|---|
| মনঃ + যোগ = মনযোগ | নিঃ + ঠা = নিষ্ঠা | আবিঃ + কার = আবিষ্কার |
| নিঃ + রব = নীরব | দুঃ + যোগ = দুর্যোগ | নিঃ + ঠুর = নিষ্ঠুর |
| নিঃ + জন = নির্জন | নিঃ + চয় = নিশ্চয় | দুঃ + চিন্তা = দুশ্চিন্তা |

## অনুশীলনী

১। সন্ধি কাকে বলে?
২। সন্ধি কয় প্রকার ও কী কী?
৩। স্বরসন্ধি কাকে বলে? উদাহরণ দাও।
৪। ব্যঞ্জনসন্ধি কাকে বলে? উদাহরণ দাও।
৫। বিসর্গসন্ধি কাকে বলে? উদাহরণ দাও।
৬। সন্ধি বিচ্ছেদ করো : বিদ্যালয়, পরীক্ষা, প্রত্যেক, নিষ্ঠুর, সংবাদ।
৭। সঠিক উত্তরের পাশে বৃত্ত (●) ভরাট করো।

(ক) দুই শব্দের মিলন বা সংযোগে—
○ বচন হয় ○ লিঙ্গ ইয়
○ সন্ধি হয় ○ বাক্য হয়

(খ) সন্ধি প্রধানত—
○ দুই প্রকার ○ তিন প্রকার
○ চার প্রকার ○ ছয় প্রকার

(গ) 'স্বাগত' শব্দের সঠিক সন্ধি—
○ সু + আগত ○ স্বা + আগত
○ স্ব + আগত ○ সা + গত

# নবম অধ্যায়
# লিঙ্গ

**লিঙ্গ সম্পর্কে ধারণা :** লিঙ্গ শব্দটির অর্থ হলো চিহ্ন বা লক্ষণ। যে শব্দ দ্বারা পুরুষ বা স্ত্রী কিংবা উভয়কে বুঝায় অথবা কোনো জড় পদার্থকে বুঝায়, তা-ই লিঙ্গ।

**প্রশ্ন : লিঙ্গ কাকে বলে?**

**উত্তর :** যে শব্দ দ্বারা কোনো বিশেষ্য পদের পুরুষ, স্ত্রী, উভয়ই বা অন্য কোনো জড় পদার্থকে বুঝায়, তাকে লিঙ্গ বলে।

**প্রশ্ন : লিঙ্গ কয় প্রকার ও কী কী?**

**উত্তর :** লিঙ্গ চার প্রকার। যথা : ১। পুংলিঙ্গ, ২। স্ত্রীলিঙ্গ ৩। ক্লীবলিঙ্গ ও ৪। উভলিঙ্গ।

পুংলিঙ্গ

স্ত্রী লিঙ্গ

ক্লীব লিঙ্গ

উভলিঙ্গ

**প্রশ্ন : পুংলিঙ্গ কাকে বলে? উদাহরণ দাও।**

**উত্তর :** যেসব শব্দ দ্বারা শুধু পুরুষ জাতিকে বুঝায় তাকে পুংলিঙ্গ বলে। যেমন : বাবা, ভাই, কাকা, মামা, রাজা, বালক, ছাত্র ইত্যাদি।

**প্রশ্ন : স্ত্রীলিঙ্গ কাকে বলে? উদাহরণ দাও।**

**উত্তর :** যেসব শব্দ দ্বারা শুধু স্ত্রী জাতিকে বুঝায় তাকে স্ত্রীলিঙ্গ বলে। যেমন : মা, বোন, চাচী, বালিকা, ছাত্রী ইত্যাদি।

**প্রশ্ন : ক্লীবলিঙ্গ কাকে বলে? উদাহরণ দাও।**

**উত্তর :** যেসব শব্দ দ্বারা পুরুষ বা স্ত্রী কোনো জাতিকে না বুঝিয়ে শুধু অচেতন বস্তুকে বা পদার্থকে বুঝায় তাকে ক্লীবলিঙ্গ বলে। যেমন : বই, কলম, চেয়ার, টেবিল, পাথর ইত্যাদি।

**প্রশ্ন : উভলিঙ্গ কাকে বলে? উদাহরণ দাও।**

**উত্তর :** যেসব শব্দ দ্বারা পুরুষ জাতি বা স্ত্রী জাতি উভয়কে বুঝায় তাকে উভলিঙ্গ বলে। যেমন : মানুষ, শিশু, সন্তান, পাখি, ডাক্তার, কবি ইত্যাদি।

**প্রশ্ন : লিঙ্গ পরিবর্তন কাকে বলে?**

**উত্তর :** এক প্রকার লিঙ্গ থেকে অন্য প্রকার লিঙ্গে রূপান্তরকেই লিঙ্গ পরিবর্তন বলে।

## লিঙ্গ পরিবর্তনের নিয়ম

শুধুমাত্র 'া' যোগে পুংলিঙ্গ থেকে স্ত্রী লিঙ্গে পরিবর্তন

| পুংলিঙ্গ | স্ত্রীলিঙ্গ |
|---|---|
| সাহেব | সাহেবা |
| চপল | চপলা |
| নবীন | নবীনা |
| প্রিয় | প্রিয়া |
| প্রবীণ | প্রবীণা |
| কোকিল | কোকিলা |

| পুংলিঙ্গ | স্ত্রীলিঙ্গ |
|---|---|
| অনাথ | অনাথা |
| অধীন | অধীনা |
| আত্মীয় | আত্মীয়া |
| মাননীয় | মাননীয়া |
| প্রথম | প্রথমা |
| মহাশয় | মহাশয়া |

বিভিন্ন নিয়মে পুংলিঙ্গ থেকে স্ত্রীলিঙ্গে পরিবর্তন

| পুংলিঙ্গ | স্ত্রীলিঙ্গ |
|---|---|
| আব্বা/বাবা | আম্মা/মা |
| ছেলে | মেয়ে |
| স্বামী | স্ত্রী |
| পুত্র | কন্যা |
| যুবক | যুবতী |

| পুংলিঙ্গ | স্ত্রীলিঙ্গ |
|---|---|
| রাজা | রাণী |
| চাচা | চাচী |
| চাকর | চাকরানী |
| গায়ক | গায়িকা |
| কিশোর | কিশোরী |

## অনুশীলনী

১। লিঙ্গ কাকে বলে?
২। লিঙ্গ কয় প্রকার ও কী কী?
৩। পুংলিঙ্গ কাকে বলে? উদাহরণ দাও।
৪। স্ত্রীলিঙ্গ কাকে বলে? উদাহরণ দাও।
৫। ক্লীবলিঙ্গ কাকে বলে? উদাহরণ দাও।
৬। উভলিঙ্গ কাকে বলে? উদাহরণ দাও।
৭। সঠিক উত্তরের পাশে বৃত্ত (●) ভরাট করো।

(ক) লিঙ্গ কয় প্রকার?
- ○ দুই প্রকার
- ○ তিন প্রকার
- ○ চার প্রকার
- ○ পাঁচ প্রকার

(খ) বই শব্দটি—
- ○ স্ত্রীলিঙ্গ
- ○ পুংলিঙ্গ
- ○ উভলিঙ্গ
- ○ ক্লীবলিঙ্গ

(গ) পাখি শব্দটি—
- ○ পুংলিঙ্গ
- ○ স্ত্রীলিঙ্গ
- ○ ক্লীবলিঙ্গ
- ○ উভলিঙ্গ

# দশম অধ্যায়
# পুরুষ

**পুরুষ সম্পর্কে ধারণা :** পুরুষ শব্দের অর্থ ব্যক্তি। ব্যাকরণে পুরুষ বলতে কোনো পুরুষ মানুষকে নয় বরং বাক্য পূর্ণ করতে যে ব্যক্তিকে (পুরুষ ও মহিলা) বুঝানো হয় তাকেই পুরুষ বলে। বিশেষ্য পদ ও সর্বনাম পদগুলোই সাধারণত পুরুষ রূপে ব্যবহৃত হয়।

**প্রশ্ন : পুরুষ কাকে বলে?**

**উত্তর :** বাক্যের মধ্যে যাকে আশ্রয় করে ক্রিয়া সম্পাদন করা হয়, তাকে পুরুষ বলে। যেমন : আমি পড়ি। তুমি লেখ। সে যায়। এখানে আমি, তুমি, সে হচ্ছে পুরুষ।

**প্রশ্ন : পুরুষ কয় প্রকার ও কী কী?**

**উত্তর :** পুরুষ তিন প্রকার। যথা : ১। উত্তম পুরুষ, ২। মধ্যম পুরুষ ও ৩। নাম পুরুষ।

**প্রশ্ন : উত্তম পুরুষ কাকে বলে? উদাহরণ দাও।**

**উত্তর :** বক্তা নিজের সম্পর্কে কিছু বলার জন্য যে সর্বনাম পদ ব্যবহার করে, তাকে উত্তম পুরুষ বলে। যেমন : আমি, আমাকে, আমাদিগকে, আমার, আমরা, আমাদের ইত্যাদি।

**প্রশ্ন : মধ্যম পুরুষ কাকে বলে? উদাহরণ দাও।**

**উত্তর :** বক্তা কোনো ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে কিছু বলার সময় যে সর্বনাম পদ ব্যবহার করে, তাকে মধ্যম পুরুষ বলে। যেমন : তুমি, তোমরা, তোমার, তোমাদের ইত্যাদি।

**প্রশ্ন : নাম পুরুষ কাকে বলে? উদাহরণ দাও।**

**উত্তর :** বক্তা অনুপস্থিত ব্যক্তি সম্বন্ধে কিছু বলতে গিয়ে যেসব সর্বনাম পদ ও নামপদ ব্যবহার করে, তাকে নামপুরুষ বলে। যে কোনো নামকেও নামপুরুষ বলে। যেমন : সে, তাহারা, তারা, তাহাদের, তিনি, তাঁরা, তাঁহারা, বই, ছবি, চাল, ডাল, ভাত, নাহিদা ইত্যাদি।

## বচন ভেদে পুরুষের বিভিন্ন রূপ দেখানো হলো

| পুরুষ | একবচন | বহুবচন |
|---|---|---|
| উত্তমপুরুষ | আমি | আমরা |
| | আমাকে | আমাদিগকে |
| | আমার | আমাদের |
| মধ্যম পুরুষ | তুমি | তোমরা |
| | আপনি | আপনারা |
| | তোমাকে | তোমাদিগকে |
| | তিনি | তাঁরা |
| | সে | তারা |
| | তুই | তোরা |
| নাম পুরুষ | এ | এরা |
| | ইনি | এরা |
| | এটা | এগুলো |
| | ছাগল | ছাগলগুলো |
| | আহাদ | আহাদরা |

## অনুশীলনী

১। পুরুষ কাকে বলে?
২। পুরুষ কয় প্রকার ও কী কী?
৩। উত্তম পুরুষ কাকে বলে? উদাহরণ দাও।
৪। মধ্যম পুরুষ কাকে বলে? উদাহরণ দাও।
৫। নাম পুরুষ কাকে বলে? উদাহরণ দাও।
৬। সঠিক উত্তরের পাশে বৃত্ত (●) ভরাট করো।

(ক) পুরুষ প্রধানত—
○ দুই প্রকার ○ চার প্রকার
○ তিন প্রকার ○ পাঁচ প্রকার

(খ) "আমি" কোন পুরুষ?
○ নাম পুরুষ ○ উত্তম পুরুষ
○ মধ্যম পুরুষ ○ কোনটি নয়

(গ) সে স্কুলে যায়, এখানে "সে" হলো—
○ উত্তম পুরুষ ○ মধ্যম পুরুষ
○ নাম পুরুষ ○ কোনটিই নয়

## একাদশ অধ্যায়
# বিপরীত শব্দ

**বিপরীত শব্দ সম্পর্কে ধারণা :** বিপরীত শব্দের অর্থ "উল্টো" শব্দ। যে শব্দ অন্য কোনো শব্দের উল্টো অর্থ প্রকাশ করে এমন শব্দকে বিপরীত শব্দ বুঝায়।

**প্রশ্ন : বিপরীত শব্দ কাকে বলে? উদাহরণ দাও।**

**উত্তর :** যে শব্দ দ্বারা মূল শব্দের বিপরীত অর্থ প্রকাশ করে, তাকে বিপরীত শব্দ বলে। যেমন : "কঠিন" শব্দের বিপরীত শব্দ "সহজ"। আবার "কঠিন পদার্থ" এর বিপরীত শব্দ হবে "তরল পদার্থ"।

নিচে কতিপয় বিপরীত শব্দের উদাহরণ দেওয়া হলো :

| শব্দ | বিপরীত শব্দ | শব্দ | বিপরীত শব্দ | শব্দ | বিপরীত শব্দ |
|---|---|---|---|---|---|
| অমৃত | গরল | অর্থ | অনর্থ | নিয়ম | অনিয়ম |
| আদি | অন্ত | আপন | পর | আসমান | জমিন |
| আকাশ | পাতাল | আয় | ব্যয় | ক্রয় | বিক্রয় |
| অল্প | বেশি | উপায় | নিরুপায় | মান | অপমান |
| খারাপ | ভালো | ঠান্ডা | গরম | গোপন | প্রকাশ |
| দোষ | গুণ | ছায়া | কায়া | শান্ত | দুরন্ত |
| তিরস্কার | পুরস্কার | সুখী | দুঃখী | প্রশ্ন | উত্তর |
| সবল | দুর্বল | জ্যেষ্ঠ | কনিষ্ঠ | দেনা | পাওনা |
| কাঁচা | পাকা | দূর | নিকট | জয় | পরাজয় |
| স্থাবর | অস্থাবর | মলিন | অমলিন | ভুল | শুদ্ধ/সঠিক |
| ভিতর | বাহির | শুভ | অশুভ | বালক | বৃদ্ধ |
| প্রভু | ভৃত্য | বন্ধু | শত্রু | নতুন | পুরাতন |
| বিচার | অবিচার | বিধি | নিষেধ | যোগ | বিয়োগ |
| মুখ্য | গৌণ | মিলন | বিরহ | বেহেশত | দোযখ |
| উপস্থিত | অনুপস্থিত | স্বর্গ | নরক | আনন্দ | দুঃখ |
| নিন্দা | প্রশংসা | ধ্বংস | সৃষ্টি | লাভ | ক্ষতি |
| আলো | অন্ধকার/আঁধার | অভিজ্ঞ | অনভিজ্ঞ | শিক্ষিত | অশিক্ষিত |

## অনুশীলনী

১। বিপরীত শব্দ কাকে বলে? উদাহরণ দাও।

২। সঠিক উত্তরের পাশে বৃত্ত (●) ভরাট করো।

(ক) "ভালো" শব্দের বিপরীত শব্দ—

○ দোষ ○ খারাপ ○ সঠিক ○ গরল

(খ) "বালক" শব্দের বিপরীত শব্দ—

○ ছেলে ○ যুবক ○ বৃদ্ধ ○ কিশোর

(গ) "নতুন" শব্দের বিপরীত শব্দ—

○ আধুনিক ○ নব্য ○ পুরাতন ○ পরিবর্তন

# দ্বাদশ অধ্যায়
# কাল

**কাল সম্পর্কে ধারণা :** 'ক্রিয়া' অর্থ কাজ এবং 'কাল' অর্থ সময় । কোনো কাজ নিষ্পন্ন হওয়ার সময়ই ক্রিয়ার কাল ।

**প্রশ্ন : কাল কাকে বলে? কাল কয় প্রকার কী কী?**

**উত্তর :** ক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার সময়কে কাল বলে । যেমন : আমি বিদ্যালয়ে যাচ্ছি, আমি বিদ্যালয়ে গিয়েছিলাম এবং আমি বিদ্যালয়ে যাব । এখানে বাক্যগুলোতে যাচ্ছি, গিয়েছিলাম এবং যাব-ক্রিয়ার এ তিনটি কাজ বা কর্ম সম্পন্ন হওয়ার তিনটি ভিন্ন ভিন্ন সময় নির্দেশ করে ।

সময় বা কাল অনুযায়ী ক্রিয়ার কাল সাধারণত তিন প্রকার । যথা :

১ । বর্তমান কাল ২ । অতীত কাল ও ৩ । ভবিষ্যৎ কাল ।

**প্রশ্ন : বর্তমান কাল কাকে বলে? উদাহরণ দাও ।**

**উত্তরঃ** কোনো কাজ বর্তমানে বা এখন হয় বা হয়ে থাকে এরূপ বোঝালে, তাকে বর্তমান কাল বলে । যেমন : আমি বই পড়ি । আহাদ বল খেলছে । লিজা নাচে ইত্যাদি ।

**প্রশ্ন : অতীত কাল কাকে বলে? উদাহরণ দাও ।**

**উত্তর :** কোনো কাজ পূর্বে শেষ হয়ে গিয়েছে বুঝায়, তাকে অতীত কাল বলে । যেমন : আমি বই পড়েছিলাম । আহাদ বল খেলেছিল । শহীদ এখানে এসেছিল ইত্যাদি ।

**প্রশ্ন : ভবিষ্যৎ কাল কালে বলে? উদাহরণ দাও ।**

**উত্তর :** কোনো কাজ পরে বা আগামিতে হবে বুঝালে, তাকে ভবিষ্যৎ কাল বলে । যেমন : আমি বই পড়ব । আহাদ বল খেলবে । লিজা নাচবে ইত্যাদি ।

## অনুশীলনী

১ । কাল কাকে বলে?

২ । কাল প্রধানত কয় প্রকার ও কী কী?

৩ । বর্তমান কাল কাকে বলে? উদাহরণ দাও ।

৪ । অতীত কাল কাকে বলে? উদাহরণ দাও ।

৫ । ভবিষ্যৎ কাল কাকে বলে? উদাহরণ দাও ।

৬ । **সঠিক উত্তরের পাশে বৃত্ত (●) ভরাট করো ।**

ক) ক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার সময়কে—
○ বচন বলে ○ কারক বলে ○ লিঙ্গ বলে ○ কাল বলে

খ) কাল প্রধানত—
○ পাঁচ প্রকার ○ চার প্রকার ○ তিন প্রকার ○ দুই প্রকার

গ) আমি বিদ্যালয়ে যাচ্ছি—
○ অতীত কাল ○ বর্তমান কাল ○ ভবিষ্যৎ কাল ○ সাধারণ অতীত

ত্রয়োদশ অধ্যায়

# বাক্য সংকোচন বা এক কথায় প্রকাশ

**প্রশ্ন : বাক্য সংকোচন বা এক কথায় প্রকাশ কাকে বলে? উদাহরণ দাও।**

**উত্তর :** বাক্যকে সংক্ষিপ্ত করে অল্প কথায় মনের ভাব প্রকাশ করাকে বাক্য সংকোচন বা এক কথায় প্রকাশ বলে। যেমন : শিক্ষা দেন যিনি-শিক্ষক।

*কিছু বাক্য সংকোচন বা এক কথায় প্রকাশ জেনে নেই :*

আমিষের অভাব— নিরামিষ।
আদবের অভাব— বেয়াদব।
যা পানিতে ভাসছে— ভাসমান
যা জয় করা যায় না— অজেয়।
স্মরণ করার যোগ্য— স্মরণীয়।
যা জলে চরে— জলচর।
ভিক্ষার অভাব— দুর্ভিক্ষ।
শিক্ষা দেন যিনি— শিক্ষক।
পান করার ইচ্ছা— পিপাসা।
যে যুদ্ধ করে— যোদ্ধা
বনে বাস করে যে— বনবাসী।
অজ্ঞাত বিষয়ে সন্ধান লাভ— আবিষ্কার।
খাবার যোগ্য— খাদ্য।
জ্ঞান আছে যার— জ্ঞানী।
যে বিদেশে থাকে— প্রবাসী।
জানার আগ্রহ — কৌতূহল।
যা সহজে লাভ করা যায়— সুলভ।
যার মমতা নেই— নির্মম।
যা বিশ্বাসের যোগ্য নয়— অবিশ্বাস্য।
যে আকাশে উড়ে বেড়ায় — খেচর।
যা পূর্বে হয়নি— অপূর্ব।
যা পাওয়া কষ্টসাধ্য— দুষ্প্রাপ্য
নিজের ইচ্ছায়— স্বেচ্ছায়
রস আছে যাতে— রসাল।
যা স্থলে চরে— স্থলচর।
ময়ূরের ডাক— কেকা।
যার দ্বিতীয় নেই— অদ্বিতীয়।
ধর্ম আছে যার— ধার্মিক।
বেশি কথা বলে যে— বাচাল।
গোলাপের মতো রং যার— গোলাপী।
যার ভয় নেই— নির্ভীক।
অন্ধ হয়ে জন্মেছে যে— জন্মান্ধ।
চারদিক দিয়ে ভ্রমণ— পরিভ্রমণ।
যে মরবেই — মরণশীল।
যিনি বিচার করেন— বিচারক।
জলে ও স্থলে চরে যে— উভচর
যে সহ্য করতে পরে— সহিষ্ণু।
যা মাটি ভেদ করে উঠে — উদ্ভিদ।

## অনুশীলনী

১। বাক্য সংকোচন বা এক কথায় প্রকাশ কাকে বলে? উদাহরণ দাও।
২। সঠিক উত্তরের পাশের বৃত্ত (●) ভরাট করো।

ক) যে বিদেশ থাকে—
○ পরবাসী ○ প্রবাসী ○ বিদেশী ○ স্বদেশী

খ) শিক্ষা দেন যিনি—
○ ড্রাইভার ○ বাদক ○ শিক্ষক ○ জ্ঞানী

গ) যা জলে চরে—
○ খেচর ○ উভচর ○ জলযান ○ জলচর

## চর্তুদশ অধ্যায়

# প্রতিশব্দ বা সমার্থক শব্দ

**প্রশ্ন : প্রতিশব্দ বা সমার্থক শব্দ কাকে বলে?**

**উত্তর :** যেসব শব্দ একই অর্থ প্রকাশ করে সেগুলোকে প্রতিশব্দ বা সমার্থক শব্দ বলে।

*কতিপয় প্রতিশব্দ বা সমার্থক শব্দ জেনে নেই।*

**আকাশ :** আসমান, শূন্য, গগন, অম্বর, নভঃ।
**আল্লাহ :** প্রভু, খোদা, ইশ্বর, বিধি, বিধাতা।
**স্ত্রী :** রমনী, নারী, ললনা, অবলা, বনিতা।
**সুন্দর :** মনোরম, চারু, সুশ্রী, রম্য, মনোজ্ঞ।
**পৃথিবী :** জগৎ, ধরা, ধরণী, ক্ষিতি, বসুন্ধরা, ভুবন।
**সূর্য :** প্রভাকর, রবি, তপন, ভাস্কর, সবিতা।
**পিতা :** জন্মদাতা, আব্বা, বাবা, জনক।
**চোখ :** নয়ন, আঁখি, চক্ষু, অক্ষি, লোচন।
**মাতা :** জননী, মা, প্রসূতি, গর্ভধারিণী।
**ইচ্ছা :** আকাঙ্ক্ষা, স্পৃহা, অভিলাষ, কামনা, বাসনা।
**পানি :** জল, জীবন, পানীয়, বারি, সলিল।
**গৃহ :** কুটির, ঘর, ভবন, আলয়, নিলয়, আবাস।
**চন্দ্র :** চন্দ্রিমা, চাঁদ, নিশাকর, শশধর, সুধাংশু, বিধু।
**রাত্রি :** নিশি, রজনী, যামিনী, বিভাবরী।
**ধন :** সম্পদ, অর্থ, সম্পত্তি, বিত্ত, টাকা।
**আনন্দ :** আমোদ, সুখ, প্রীতি, পরিতোষ, সন্তোষ।

## অনুশীলনী

১। প্রতিশব্দ বা সমার্থক শব্দ কাকে বলে?
২। নিচের শব্দগুলোর প্রতিশব্দ লেখো।
মাতা, পিতা, আল্লাহ, সূর্য, পৃথিবী।

## পঞ্চদশ অধ্যায়

# সমোচ্চারিত শব্দ

**প্রশ্ন : সমোচ্চারিত শব্দ কাকে বলে?**

**উত্তর :** বাংলা ভাষায় অনেক শব্দ আছে যাদের উচ্চারণ প্রায় একই রকম, কিন্তু বানান এবং অর্থ আলাদা। এসব শব্দকে সমোচ্চারিত শব্দ বলে।

*নিচে কতগুলো সমোচ্চারিত ভিন্নার্থক শব্দ দেওয়া হলো :*

| | |
|---|---|
| ১. অন্ন (ভাত)<br>অন্য (অপর) | ৯. বর্শা (অস্ত্র)<br>বর্ষা (ঋতু) |
| ২. আপণ (দোকান)<br>আপন (নিজ) | ১০. মুখ (বদন)<br>মূক (বোবা) |
| ৩. কোমল (নরম)<br>কমল (পদ্ম ফুল) | ১১. অংশ (ভাগ)<br>অংস (কাঁধ) |
| ৪. খড় (তৃণ)<br>খর (তীব্র) | ১২. আবাস (বাসস্থান)<br>আভাস (ইঙ্গিত) |
| ৫. গা (শরীর)<br>গাঁ (গ্রাম) | ১৩. কড়া (আংটা)<br>করা (কৃত) |
| ৬. চর (নদীর চর)<br>চড় (থাপ্পড়/চপেটাঘাত) | ১৪. কুল (তীর)<br>কূল (বংশ) |
| ৭. জিব (জিহ্বা)<br>জীব (প্রাণী) | ১৫. নীর (জল)।<br>নীড় (পাখির বাসা) |
| ৮. ডাকা (আহবান করা)<br>ঢাকা ( ঢেকে রাখা) | ১৬. চাল (চাউল)<br>চাল (ঘরের ছাউনি) |

### সমোচ্চারিত শব্দের সাহায্যে বাক্য গঠন করার নমুনা

১. অন্ন (ভাত) : অন্ন আমাদের প্রধান খাবার।
অন্য (অপর) : অন্যের দোষ ধরা সহজ।

২. আশা (আকাঙ্ক্ষা) : মা-বাবার আশা পূরণ করব।
আসা (উপস্থিত) : মামা প্রায়ই আমাদের বাড়িতে আসেন।

৩. আপন (নিজ) : মা-বাবার চেয়ে আপনজন আর কেউ নেই।
আপণ ( দোকান) : আমরা আপণে কেনাকাটা করি।

৪. গা (শরীর) : ছেলেটির গা বেশ গরম।
গাঁ (গ্রাম) : আমাদের ছোট গাঁয়ে ছোট ছোট ঘর।

৫. ডাল (খাদ্যবিশেষ) : ডাল আমার প্রিয় খাদ্য।
ডাল (শাখা) : পাট গাছের ডালপালা নেই।

## অনুশীলনী

১। সমোচ্চারিত শব্দ কাকে বলে?

২। সমোচ্চারিত শব্দের সাহায্যে বাক্য গঠন করো।
আপণ, ডাল, আশা, অন্ন, গা।
আপন, ডাল, আসা, অন্য, গাঁ।

# ষোড়শ অধ্যায়
# বিরাম চিহ্ন

**প্রশ্ন : বিরাম চিহ্ন বা ছেদচিহ্ন কাকে বলে?**

**উত্তর :** আমরা একে অন্যের সাথে কথা বলা বা কোন কিছু লেখার সময় বিরাম নেওয়ার জন্য যেসব চিহ্ন ব্যবহার করা হয় সেসব চিহ্নকে বিরাম চিহ্ন বা ছেদ চিহ্ন বলে।

**প্রশ্ন : বিরাম চিহ্ন বা ছেদ চিহ্নগুলোর নাম লেখো।**

**উত্তর :** নিচে ছকের মাধ্যমে বিরাম চিহ্নগুলো দেখানো হলো :

| বিরাম চিহ্নের নাম | আকৃতি | বিরতির সময় |
|---|---|---|
| দাঁড়ি বা পূর্ণচ্ছেদ | । | সাধারণত ১ সেকেন্ড থামতে হয়। |
| সেমিকোলন | ; | এক বলার দ্বিগুণ সময় থামতে হয়। |
| কমা | , | এক বলতে যে সময় লাগে ততক্ষণ থামতে হয়। |
| প্রশ্নবোধক বা জিজ্ঞাসা চিহ্ন | ? | সাধারণত ১ সেকেন্ড থামতে হয়। |
| বিস্ময় চিহ্ন | ! | সাধারণত ১ সেকেন্ড থামতে হয়। |
| কোলন | ঃ | সাধারণত ১ সেকেন্ড থামতে হয়। |
| কোলন ড্যাস | ঃ— | সাধারণত ১ সেকেন্ড থামতে হয়। |
| ড্যাস | — | সাধারণত ১ সেকেন্ড থামতে হয়। |
| হাইফেন | - | থামার প্রয়োজন নেই। |
| লোপ চিহ্ন বা ইলেক চিহ্ন | ‘ ’ | থামার প্রয়োজন নেই। |
| উদ্ধৃতি চিহ্ন | “ ” | এক বলতে যে সময় লাগে ততক্ষণ থামতে হয়। |
| বন্ধনী চিহ্ন | () { }[] | থামতে হয় না। |

## অনুশীলনী

১। বিরাম চিহ্ন কাকে বলে?

২। সঠিক উত্তরের পাশে বৃত্ত (●) ভরাট করো।

ক) প্রশ্নবোধক বা জিজ্ঞাসা চিহ্ন কোনটি?

○ — ○ , ○ ? ○ ।

খ) বিস্ময় চিহ্ন কোনটি?

○ ? ○ , ○ ‘ ’ ○ !

গ) কোলন ড্যাস চিহ্ন কোনটি?

○ ; ○ ঃ— ○ ঃ ○ “ ”

# দ্বিতীয় অংশ : বিরচন

## চিঠি ও আবেদন পত্র

**চিঠি ও আবেদন পত্র সম্পর্কে ধারণা :** মানুষ সামাজিক জীব। সমাজে বসবাস করতে হলে একে অপরের সাথে মনের ভাব প্রকাশ করতে হয়। যারা কাছাকাছি থাকে তাদের সাথে মৌখিক ভাবে যোগাযোগ ও ভাব বিনিময় করা যায়। কিন্তু যারা দূরে বসবাস করে তাদের সাথে লিখিত আকারে পত্রের মাধ্যমে যোগাযোগ রাখতে হয়। ব্যবসা, চাকরি, অভাব-অভিযোগ এবং অফিস-আদালতে যেসব পত্র লেখা হয় সেগুলোকে আবেদন পত্র বলে।

**প্রশ্ন : পত্র কাকে বলে?**

**উত্তর :** আপনজন কিংবা পরিচিত মানুষের সাথে লিখিত আকারে যোগাযোগ রাখার মাধ্যমকে পত্র বলে।

**প্রশ্ন : পত্রকে কয় ভাগে ভাগ করা যায়?**

**উত্তর :** পত্রকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা : ১। ব্যক্তিগত পত্র এবং ২। আবেদন পত্র বা ব্যবহারিক পত্র।

**প্রশ্ন : ব্যক্তিগত পত্র কাকে বলে?**

**উত্তর :** বাবা-মা, ভাই-বোন, আপনজন ও পরিচিতদের নিকট যে পত্র লেখা হয় তাকে ব্যক্তিগত পত্র বলে।

**প্রশ্ন : আবেদন পত্র বা ব্যবহারিক পত্র কাকে বলে?**

**উত্তর :** স্কুল ও কলেজে দরখাস্ত, ব্যবসায় সংক্রান্ত পত্র, চাকরির জন্য আবেদন, সরকারি চিঠি ইত্যাদিকে আবেদন পত্র বা ব্যবহারিক পত্র বলে।

**প্রশ্ন : পত্রে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কী কী উল্লেখ করতে হয়?**

**উত্তর :** পত্র লেখার সময় নিম্নলিখিত বিষয়গুলো পত্রে উল্লেখ করতে হয়।

১. পত্রশীর্ষ
২. পত্র লেখার স্থান ও তারিখ
৩. সম্বোধন
৪. মূল বিষয়
৫. বিদায় জ্ঞাপন ও স্বাক্ষর
৬. শিরোনাম (ডাকটিকিটের উপর যে ঠিকানা লেখা হয়)

# ব্যক্তিগত পত্র

➤ প্রয়োজনীয় টাকা চেয়ে পিতার নিকট পত্র।

১. (পত্রশীর্ষ) বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহিম

২. (পত্রলেখার স্থান ও তারিখ)
মিরপুর হইতে
তাং ০২-০১-২০১৮ ইং

৩. (সম্বোধন) শ্রদ্ধেয় আব্বা,

৪. (মূল বিষয়) পত্রে আমার সালাম নিবেন। আশা কারি পরম করুণাময়ের অশেষ রহমতে আপনারা সবাই ভালো আছেন। আমিও আপনাদের দোয়ায় বেশ ভালো আছি। আব্বা, আমাদের বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ হয়েছে। আপনি শুনে খুশি হবেন যে, আল্লাহর রহমতে আমি বার্ষিক পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেছি। চলতি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে, নতুন ক্লাস শুরু হবে। উক্ত ক্লাস শুরুর আগে নতুন বই কেনার প্রয়োজন। তাই পত্র পাওয়া মাত্র বই কেনার জন্য ৬০০.০০ (ছয়শত) টাকা পাঠাবেন।
আম্মাকে আমার সালাম জানাবেন। আপনি এবং আম্মা আমার জন্য দোয়া করবেন।

৫. (বিদায় জ্ঞাপন ও স্বাক্ষর) ইতি
আপনার স্নেহের
মো: আলিফ আলম চৌধুরী

৬. (শিরোনাম)

ডাকটিকেট

প্রেরক
আলিফ আলম চৌধুরী
মিরপুর, ঢাকা।

প্রাপক
মো: শাহআলম চৌধুরী
গ্রাম : বিষ্ণুপুর, পো: বরদিয়া
থানা : চাঁদপুর
জেলা : চাঁদপুর।

➤ বনভোজনের আমন্ত্রণ জানিয়ে বন্ধুর নিকট পত্র লেখো।

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহিম

নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা
০৮-১২-২০১৮ ইং

প্রিয় নূর হোসেন,

কেমন আছো? আমরা ভালো আছি। গত সপ্তাহে তোমার চিঠি পেয়ে খুব ভালো লেগেছে। বার্ষিক পরীক্ষা শেষ হয়েছে। এখন অবসর। তাই আমরা বনভোজনের উদ্যোগ নিয়েছি। স্থানও ঠিক করা হয়েছে। আমাদের শ্রেণির সকল ছাত্র-ছাত্রী এতে অংশ নেবে। তুমি আমাদের সাথে থাকবে। আগামী বাইশ তারিখ সকাল সাড়ে সাতটার মধ্যে আমাদের স্কুলে চলে আসবে। আমরা ঠিক সাড়ে আটটায় যমুনা সেতুর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবো এবং সেখানে বনভোজন উপভোগ করব। তুমি অবশ্যই আসবে। আজ আর নয়। তোমার আব্বু ও আম্মুকে আমার সালাম দিবে।

ইতি

তোমারই বন্ধু
মো: তানজিল

ডাকটিকেট

প্রেরক
মো: তানজিল
নারায়ণগঞ্জ

প্রাপক
নূর হোসেন
ঝাউতলা, কুমিল্লা

➤ জন্মদিন উপলক্ষে তোমার বন্ধুকে নিমন্ত্রণ পত্র লেখো।

এলাহী ভরসা

মৌচাক, গাজীপুর।
০৫-০১-২০১৮ ইং

প্রিয় আহাদ,
আশা করি ভালো আছো। অনেক দিন হয়েছে তোমার কোনো চিঠিপত্র পাইনি। আগামী ২১ জানুয়ারি আমার জন্মদিন। তুমি আমার জন্মদিনে আসবে। ঐদিন সকল বন্ধুরা মিলে ছবি তুলবো। সন্ধ্যায় ভালো খাবার খাব। তুমি তোমার ছোটো বোন লিজাকে নিয়ে আসবে। আজ আর নয়। তুমি আসলে কথা হবে। তোমার আব্বু ও আম্মুকে আমার সালাম দিবে।

ইতি
তোমারই বন্ধু
আল-আমিন

| প্রেরক | | প্রাপক |
|---|---|---|
| আল-আমিন | | আহাদ |
| মৌচাক, গাজীপুর | | চকবাজার, চট্টগ্রাম |
| | | ডাকটিকেট |

## আবেদন পত্র

▸ অনুপস্থিতির জন্য ছুটি প্রার্থনা করে প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকার নিকট একটি আবেদন পত্র লেখো।

বরাবর
প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকা
ফুলকুঁড়ি কিন্ডার গার্টেন স্কুল
গাজীপুর।

বিষয় : অনুপস্থিতির জন্য ছুটির আবেদন।

জনাব/জনাবা,
সবিনয় নিবেদন এই যে, আমি জ্বরে আক্রান্ত হয়ে বর্তমান মাসের ১৫ তারিখ হতে ১৮ তারিখ পর্যন্ত চার দিন স্কুলে উপস্থিত হতে পারিনি।
অতএব, বিনীত নিবেদন এই যে, উক্ত চারদিনের ছুটি মঞ্জুর করে বাধিত করবেন।

বিনীত
শিশির
১ম/২য় শ্রেণি, ক্রমিক নং ০১
তারিখ : ১৯-০১-২০১৮ইং

# অনুচ্ছেদ লিখন

**অনুচ্ছেদ সম্পর্কে ধারণা :** একটি নির্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কে সাজিয়ে গুছিয়ে কিছু লেখার নামই অনুচ্ছেদ লিখন। অল্প কথায় নির্ধারিত বিষয় প্রকাশ করতে হয়। বাক্যগুলো সহজ, সরল, সুন্দর ও পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হতে হবে। একটি মাত্র ভাব ও একটি মাত্র অনুচ্ছেদ দিয়েই অনুচ্ছেদ লেখা শেষ করা হয়।

কিছু অনুচ্ছেদের উদাহরণ দেওয়া হলো :

## আমাদের শ্রেণিকক্ষ

বিদ্যালয়ে আমাদের শ্রেণিকক্ষটি বেশ বড়ো ও মনোরম। শ্রেণিকক্ষটি ২য় তলা ভবনের নীচতলায় অবস্থিত। এটি দক্ষিণমুখী এবং এতে ২টি দরজা ও ৪টি জানালা আছে। কক্ষটির সামনে একটি খেলার মাঠ আছে। তাই শ্রেণি কক্ষটিতে সব সময় আলো-বাতাস থাকে। শিক্ষকদের বসার জন্য একটি চেয়ার এবং একটি টেবিল আছে। আমাদের বসার জন্য ১৬ জোড়া উঁচু ও নীচু বেঞ্চ আছে। আমাদের শ্রেণিকক্ষে দুটি সিলিং ফ্যান আছে যা গরমের দিনে ব্যবহার হয়ে থাকে। শ্রেণিকক্ষের পশ্চিমের দেয়ালে একটি ব্ল্যাকবোর্ড ঝুলানো আছে। আমরা শ্রেণিকক্ষটি সর্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য তৎপর থাকি।

## কাঁঠাল

আমাদের জাতীয় ফল কাঁঠাল। কাঁঠাল একটি বড়ো আকারের ফল। চৈত্র মাস থেকে কাঁঠাল বড়ো হতে শুরু করে। বৈশাখ মাস থেকে কাঁঠাল পাকতে থাকে। এটি খুব রসালো এবং সুস্বাদু ফল। এর সারা গায়ে কাঁটা থাকে। এর ভেতরে থাকে প্রচুর কোয়া বা কোষ। এই কোষে থাকে প্রচুর ভিটামিন। কাঁঠাল পাকলে কোষ হলুদ রং হয়ে যায়। এই কোষ আমরা খাই। বাংলাদেশের প্রায় সব জায়গায়ই কাঁঠাল পাওয়া যায়।

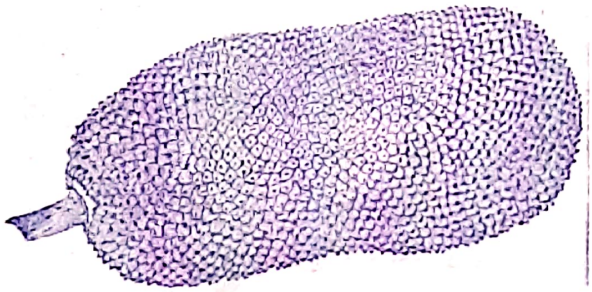

## আমার মা

দুটি অক্ষরে গঠিত একটি শব্দ। সে শব্দটি হচ্ছে 'মা'। মা শব্দটি বড় মধুর। মা হচ্ছে সবচেয়ে আপনজন। মাকে সবাই ভালোবাসে। মা পরিবারের সকলকে আদর ও যত্ন করেন। তিনি সব সময় নামাজ-রোজা আদায় করেন। সকালে কোরআন শরীফ পাঠ করেন এবং আমাদেরকে কোরআন শরীফ পড়ার জন্য তাগিদ দিয়ে থাকেন। স্কুলের পড়ার জন্য নিয়মিত আমাদেরকে সাহায্য করে থাকে। আমার মা যা আদেশ করেন তা আমি পালন করি। মায়ের মতো আপনজন এই পৃথিবীতে আর কেউ নেই।

## আমার প্রিয় বন্ধু

আমার প্রিয় বন্ধু আলম। সে আমার প্রতিবেশী। আমরা একই শ্রেণিতে পড়ি। আমরা এক সঙ্গে স্কুলে যাওয়া আসা করি। আমরা দুজনেই পড়ালেখায় ভালো বলে আমাদেরকে নিয়ে আমাদের বাবা, মা ও অন্য সবাই গর্ব করেন। আমরা বড়ো হয়েও আমাদের বন্ধুত্বের বন্ধন ধরে রাখব। পড়ালেখা শেষ করে আমরা সমাজের কল্যাণের জন্য কাজ করে যাবো। আমাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য আমরা সদা তৎপর থাকব।

## দোয়েল পাখি

দোয়েল পাখি আমাদের জাতীয় পাখি। দোয়েল খুব সুন্দর পাখি। আমাদের বাড়ির আশপাশে গাছে গাছে এদের দেখা যায়। দোয়েল গ্রাম বাংলার পাখি। এর আকার ছোটো হলেও দেখতে খুব সুন্দর। গায়ের রং কালো কিন্তু বুকের দিকটা ধবধবে সাদা। শুকনো খড়কুটা ও লতাপাতা দিয়ে এরা বাসা তৈরি করে। এদের গলার স্বর বেশ মিষ্টি। শীতকালে দোয়েল শীষ দেয়। বাংলাদেশের সব জায়গায় এদের বিচরণ দেখা যায়। দোয়েল আমাদের গর্ব করার মতো পাখি।

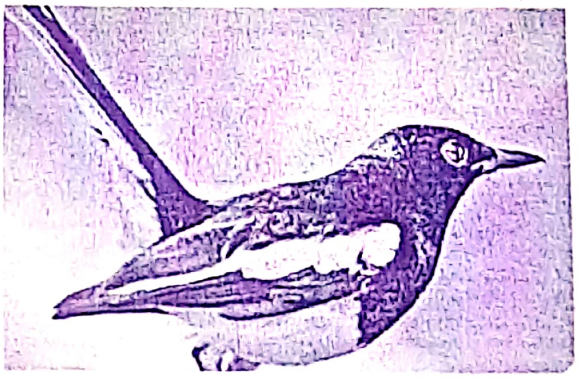

## শাপলা ফুল

শাপলা আমাদের জাতীয় ফুল। এটি জলজ ফুল। এর জন্ম খাল-বিলে, পুকুর কিংবা জলাশয়ে। বর্ষার পানিতে যখন চারদিক থৈ থৈ করে তখন নিজে নিজে এ ফুল জন্মায়— চাষের প্রয়োজন হয় না। পানি বৃদ্ধির সাথে সাথে এর উচ্চতা বৃদ্ধি পায়। ফুলের সাথে পাতাও পানির উপরে ভেসে থাকে। পানির সাথে পাল্লা দিয়ে এই ফুল ভেসে থাকে। পানির উপর ফুটন্ত এই ফুল দেখে মনে হয় সুন্দরের মেলা বসেছে। শাপলাকে বলা হয় জলের রাণী।

## বিড়াল

বিড়াল একটি পোষা প্রাণী। এর স্বভাব অতি শান্ত। বিড়াল আকারে ছোটো। এর চারটি পা, দুটি চোখ এবং একটি লেজ আছে। এর গোল মাথায় একটি নাক আছে। এর চোখগুলো উজ্জ্বল। বিড়াল অন্ধকার রাতে ভালো দেখতে পায়। এর দাঁতগুলো ধারালো। এর সারা শরীর নরম লোমে ঢাকা। বিড়াল ভাত, দুধ, মাছের কাঁটা খেয়ে থাকে। বিড়াল আমাদের জন্য উপকারী প্রাণী। এর প্রতি আমাদের যত্ন নেওয়া উচিত।

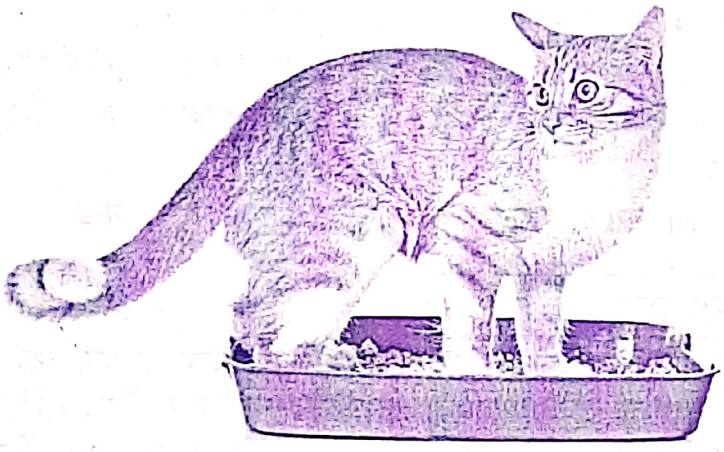

## বাংলাদেশ

বাংলাদেশ আমার জন্মভূমি। এদেশে মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টানসহ সকল ধর্মের লোক মিলেমিশে বসবাস করে। এশিয়া মহাদেশে বঙ্গোপসাগরের কোল ঘেঁষে এই দেশের অবস্থান। এ দেশের গাছ-পালা, নদী-নালা, খাল-বিল, পাহাড়-পর্বত, উর্বর ভূমি সবকিছু বিশ্বের কাছে সুপরিচিত। এ দেশের প্রাকৃতিক রং সবুজ। মাঠে মাঠে সবুজের ঢেউ খেলে। রোদের আলো সবুজের ওপর পড়লে মাঠ-ঘাট আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠে। প্রতি বছর বর্ষার পানিতে জমিতে পলি পড়ে। এ কারণে জমিতে ফসল ফলে অধিক পরিমাণে। তাই বাংলাদেশের মাটি সোঁনার চেয়েও খাটি।

# রচনা লিখন

## আমাদের বিদ্যালয়

**সূচনা :** আমাদের বিদ্যালয়ের নাম দক্ষিণ বিষ্ণুপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। এটি চাঁদপুর জেলার সদর থানার বিষ্ণুপুর গ্রামে অবস্থিত।

**বর্ণনা :** আমাদের বিদ্যালয়টি ইটের তৈরি পাকা দালান। এটি পূর্ব পশ্চিমে লম্বা। এ বিদ্যালয়ে ৩৮০ জন ছাত্র-ছাত্রী আছে। আমাদের বিদ্যালয়ে ৭টি কক্ষ আছে। একটি কক্ষে প্রধান শিক্ষক বসেন আর অন্য একটি কক্ষে সহকারী শিক্ষকগণ বসেন। বাকি পাঁচটি কক্ষে ছাত্র-ছাত্রীরা বসে পড়াশোনা করে। বিদ্যালয়ের পাশে একটি বটগাছ আছে। বিদ্যালয়ের সামনে একটি খেলার মাঠ আছে। মাঠে আমরা খেলাধুলা করি। বিদ্যালয়টি দুটি শিফ্‌টে বিভক্ত। প্রথম শিফট শুরু হয় সকাল ৮.৩০ মিনিটে এবং শেষ হয় বেলা ১১টায়। দ্বিতীয় শিফট বেলা ১১.৩০ মিনিটে শুরু হয়ে ৩.৩০ মিনিটে শেষ হয়।

**পরীক্ষার ফলাফল :** আমাদের বিদ্যালয় থেকে প্রতিবছরই ৫ম শ্রেণি হতে অনেক ছাত্র-ছাত্রী প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষায় বৃত্তি পেয়ে থাকে। লেখাপড়া ও ফলাফলের দিক দিয়ে বিদ্যালয়টির নাম চাঁদপুরের মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

**উপসংহার :** আমি এমন স্বনামধন্য বিদ্যালয়ে পড়তে পেরে খুব গর্বিত ও আনন্দিত।

## আমাদের গ্রাম

**সূচনা :** আমাদের গ্রামের নাম শ্যামপুর। এটি ঢাকা জেলার সাভার সদর থানায় অবস্থিত।

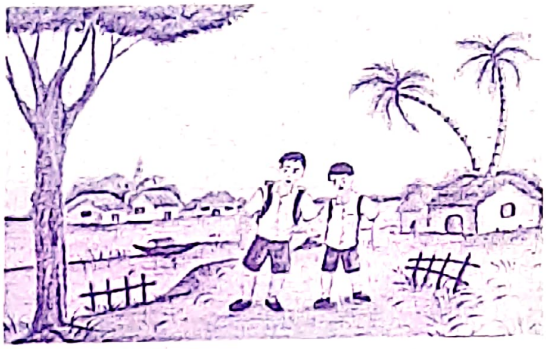

**বর্ণনা :** আমাদের গ্রামটি প্রায় চার কিলোমিটার লম্বা ও দুই কিলোমিটার চওড়া। গ্রামটির মাঝ দিয়ে একটি পাকা রাস্তা আছে। আমাদের গ্রামে প্রায় পাঁচ হাজার লোক বসবাস করে। এর মধ্যে কিছু সংখ্যক হিন্দু এবং বাকীরা সবাই মুসলমান। গ্রামটিতে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, একটি উচ্চ বিদ্যালয়, একটি নূরানী মাদ্‌রাসা, একটি আলিয়া মাদ্‌রাসা, দুইটি মসজিদ, একটি ডাকঘর ও একটি বাজার আছে।

**যোগাযোগ ব্যবস্থা :** এই গ্রামের পাস দিয়ে একটি পাকা রাস্তা ঢাকা হতে দৌলতপুর পর্যন্ত গিয়েছে। আমরা জেলা সদর, ঢাকা ও অন্যান্য জায়গায় এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করি।

**উপসংহার :** আমাদের গ্রামটি একটি আদর্শ গ্রাম। গ্রামের সকলেই পরিশ্রমী। আমি আমাদের গ্রামকে খুব ভালোবাসি। আমরা সবাই মিলেমিশে থাকি। তাই গ্রামটিকে নিয়ে আমি গর্বিত এবং আমি বড়ো হয়ে আমাদের গ্রামের উন্নয়নের জন্য মনেপ্রাণে চেষ্টা করব।

## গরু

**সূচনা :** গরু একটি গৃহপালিত ও শান্ত প্রাণী। পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই গরু দেখা যায়। এটি মানুষের সবচেয়ে উপকারী প্রাণী।

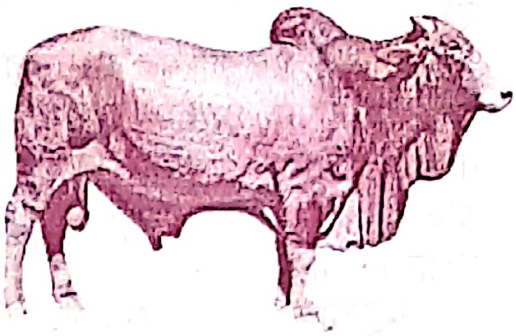

**আকৃতি :** গরু অতি নিরীহ প্রাণী। এর সারা দেহ ছোটো ছোটো লোম দিয়ে আবৃত। এর চারটি পা, দুটি শিং, একটি মাথা, দুটি চোখ, দুটি কান ও একটি লম্বা লেজ আছে। গরু শিং দিয়ে শত্রুকে প্রতিহত করে এবং লেজ দিয়ে মশা-মাছি তাড়ায়।

**স্বভাব :** গরু খুব শান্তশিষ্ট ও প্রভুভক্ত প্রাণী। এরা সহজে কাউকে আঘাত করে না। ভাতের মাড়, খৈল, ভূষি, শুকনো ধানগাছ (খড়) এবং ঘাস এদের প্রিয় খাদ্য। গরু সাধারণত ১৫-১৬ বছর বেঁচে থাকে।

**উপকারিতা :** গরু আমাদের দুধ দেয়। গরুর মাংস আমাদের প্রিয় খাদ্য। দুধ থেকে আমরা ছানা, মাখন, দই, ঘি ইত্যাদি পেয়ে থাকি। গরুর চামড়া দিয়ে জুতা তৈরি হয়। গরুর চামড়া বিদেশে রপ্তানি করে আমরা প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পারি। গরুর গোবর ভালো সার হয়। শুকনো গোবর জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করি।

**উপসংহার :** গরু আমাদের অনেক উপকার করে। তাই গরুর প্রতি আমাদের যত্ন নেওয়া উচিত।

## ধান

**সূচনা :** ধান বাংলাদেশের প্রধান খাদ্যশস্য। পৃথিবীতে যত রকমের খাদ্যশস্য জন্মে তার মধ্যে ধান হলো প্রধান। ধান হতে চাউল হয় এবং চাউল হতে ভাত হয়। ভাত আমাদের প্রধান খাদ্য।

**বর্ণনা :** বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ। তাই আমাদের দেশে অনেক ধরনের ধান জন্মে। এর

মধ্যে আউশ, আমন, ইরি ও বোরো প্রধান। ধান গাছ সাধারণত এক থেকে দুই হাত পর্যন্ত লম্বা হয়। ধান গাছের রং প্রথম অবস্থায় সবুজ থাকে। ধান পাকলে সোনালী রং ধারণ করে। আমাদের দেশে বছরে তিনবার ধান উৎপন্ন হয়।

**চাষ প্রণালী :** জমি ভালোভাবে লাঙ্গল বা ট্রাকটর দিয়ে চাষ করে ধানের চারা রোপণ করতে হয়। এরপর মাটির উর্বরতা হিসেবে বিভিন্ন ধরনের সার প্রয়োগ করতে হয়।

**জন্মস্থান :** পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই ধান জন্মে। তার মধ্যে বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, জাপান, ভিয়েতনাম ও চীন দেশে প্রচুর পরিমাণ ধান জন্মে।

**উপসংহার :** ধান বাংলাদেশের প্রধান ফসল। ভাত আমাদের প্রধান খাদ্য। ভাত খেয়ে আমরা জীবন ধারণ করি। সুতরাং বেশি ফলন ফলাতে হলে বৈজ্ঞানিক উপায়ে ধান চাষের ব্যবস্থা করতে হবে।

## পাট

**সূচনা :** পাট বাংলাদেশের প্রধান অর্থকরী ফসল। বিদেশে পাট রপ্তানি করে আমরা প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে থাকি। তাই একে বাংলাদেশের স্বর্ণসূত্র বা সোনালী আঁশ বলা হয়।

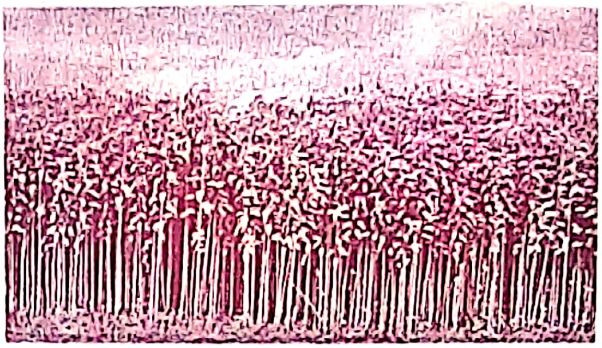

**বর্ণনা :** পাট গাছের বাকলের আঁশ থেকে পাট হয়। পাট গাছ ৪/৫ হাত থেকে ৭/৮ হাত পর্যন্ত লম্বা হয়ে থাকে। এর ডালপালা বড়ো হয় না। এটি সোজা কাঠির মতো দেখতে। মাথার দিকে কয়েকটি পাতা হয়।

**জন্মস্থান :** বাংলাদেশের উষ্ণ জলবায়ু পাট চাষের জন্য উপযোগী। তাই বাংলাদেশের সর্বত্রই কমবেশি পাট উৎপন্ন হয়। পৃথিবীর মোট উৎপাদিত পাটের ৭৫ ভাগ বাংলাদেশে উৎপন্ন হয়।

**চাষপ্রণালী :** ভালো করে চাষ দিয়ে পাটের জমি তৈরি করতে হয়। চৈত্র-বৈশাখ মাসে বৃষ্টি হলে বীজ বুনতে হয়। শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে পাট গাছ বড়ো হলে কেটে ২০/২৫ দিন পানিতে ডুবিয়ে রাখতে হয়। একে জাগ দেওয়া বলে।

**উপসংহার :** বিদেশে আমরা পাট রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করি। তাই পাট ও পাটজাত শিল্পের প্রতি আমাদের বিশেষ গুরুত্ব দেয়া উচিত।

## ছাত্রজীবন

**সূচনা :** ছাত্রজীবন বলতে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা জীবনকেই বলা হয়। শিক্ষার কোনো শেষ নেই। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত শিক্ষা গ্রহণ করা যায়। ছাত্রজীবন শুরু হয় প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে।

**ছাত্রজীবনের গুরুত্ব :** ছাত্রজীবন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভবিষ্যতের উন্নতি এ সময়ের ওপর নির্ভর করে। ছাত্রজীবনে ছাত্র-ছাত্রীরা যে রকম শিক্ষা গ্রহণ করে তাদের ভবিষ্যৎও তেমন হবে। আজকের ছাত্ররাই আগামী দিনের নাগরিক।

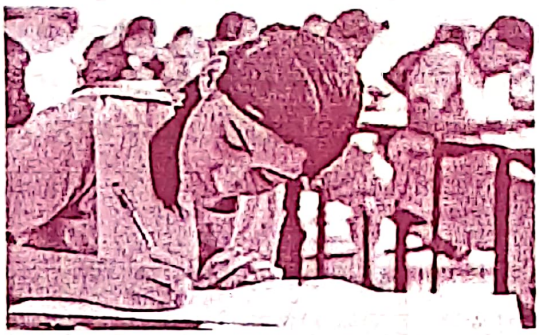

**ছাত্রজীবনের দায়িত্ব ও কর্তব্য :** ছাত্রজীবনের প্রধান কর্তব্য লেখাপড়া করা। ছাত্রদের নিয়মিত পড়াশুনা করা উচিত। শুধু পড়াশুনাতেই জীবনে পূর্ণতা লাভ হয় না। পড়াশুনার সাথে সৎ চরিত্র ও সু-স্বাস্থ্য গড়ে তোলা প্রয়োজন। লোভ, লালসা, মিথ্যা বলা থেকে দূরে থাকতে চেষ্টা করতে হবে।

**ছাত্রজীবনের উদ্দেশ্য :** ছাত্রজীবনেই ভবিষ্যৎ জীবনের উদ্দেশ্য ঠিক করতে হয়। কেননা উদ্দেশ্যবিহীন জীবনের কোনো মূল্য নেই। প্রত্যেক ছাত্রের মেধাশক্তির ওপর নির্ভর করে উদ্দেশ্য ঠিক করা উচিত। তবেই জীবনে সুখ আসবে, সুন্দর জীবন গড়ে উঠবে।

**উপসংহার :** ছাত্ররাই জাতির ভবিষ্যৎ কর্ণধার। একদিন তারাই জাতির নেতৃত্ব দেবে। তাই প্রতিটি ছাত্রকেই সুশিক্ষা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

## নৌকা ভ্রমণ

**সূচনা :** বাংলাদেশ নদ-নদীর দেশ। নদী এদেশের প্রকৃতিকে করেছে আরো অপরূপ। বর্ষাকালে আমাদের প্রায়ই নৌকায় চলাচল করতে হয়। তাই নৌকা ভ্রমণ কঠিন নয়।

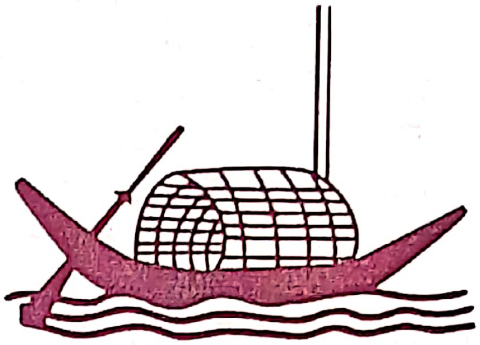

**প্রস্তুতি :** শরৎকালে আবহাওয়া বেশ সুন্দর। তাই আমরা কয়েক বন্ধু মিলে ঠিক করলাম সবাই চাঁদপুর থেকে নৌকাযোগে মেঘনা নদী দিয়ে নারায়ণগঞ্জ যাব। সেখানে আমাদের বন্ধু সাহেদের বাড়ি। সে-ই আমন্ত্রণ জানাল। সেই উদ্দেশ্যে একটি বড়ো পাল তোলা নৌকা ভাড়া করা হলো। খুব সকালে সবাই গিয়ে নৌকায় উঠলাম। তরতর করে নৌকাটি বয়ে চলল।

**ভ্রমণের বর্ণনা :** নদীর মাঝ দিয়ে বয়ে চলেছে আমাদের নৌকা। নদীর দু তীরের দৃশ্য খুবই মনোরম। প্রাণভরে দেখতে লাগলাম সব দৃশ্য। কেউ গোসল করছে, কেউ কাপড় কাচছে। পল্লী বধুরা কাঁখে কলসি নিয়ে পানি নিতে নদীতে আসছে। নদীর পাড়ে রাখাল ছেলে কাজ ফেলে বাঁশিতে সুর তুলছে। নানা রকম জলচর পাখি সাঁতার কাটছে আপন মনে। এসব দৃশ্য দেখতে দেখতে চলে এলাম নারায়ণগঞ্জ। নৌকা ছেড়ে আমরা বন্ধুর বাড়ি গেলাম। বন্ধুর বাড়িতে খাবার খেয়ে আবার রওনা দিয়ে ফিরে এলাম। এভাবে আমাদের আনন্দদায়ক ভ্রমণের সমাপ্তি ঘটল।

**উপসংহার :** নৌকাভ্রমণ অপূর্ব আনন্দদায়ক। এটা শরীর ও মনকে সতেজ ও প্রফুল্ল করে তোলে।

## সময়ের মূল্য

**সূচনা :** সময় এবং স্রোত কারো জন্য অপেক্ষা করে না। সময় অতি মূল্যবান। সময়ের গতিতে যার কর্ম প্রবাহ এগিয়ে চলে, তার জীবন সার্থক। সময় নিত্য চলমান।

**সময়ের সদ্ব্যবহার :** জীবনের প্রতি মুহূর্তকে কাজে লাগিয়ে অস্থায়ী পৃথিবীতে অম্লান কীর্তি স্থাপন করে যাওয়াই মানব জীবনের সার্থকতা। মানুষের জীবন ক্ষণস্থায়ী। এ অল্প সময়ের ভেতর তাকে অনেক কাজ করতে হয়। তাই অবহেলা করে সময় নষ্ট করা উচিত নয়। যারা সময়ের মূল্য দিতে শিখেছে তারাই জীবনযুদ্ধে জয়ী হয়েছে। ব্যক্তিগত জীবনেই হোক আর জাতীয় জীবনেই হোক সফলতার জন্য প্রয়োজন সময়ের সদ্ব্যবহার করা। বাল্যকালে ছাত্রদের লেখাপড়া করা কর্তব্য। লেখাপড়ার সময় লেখাপড়া না করলে আজীবন মূর্খ হয়ে থাকতে হবে। তাই সময় থাকতে লেখাপড়া করে নিজেকে সামনের দিকে এগিয়ে নিতে হবে।

**উপসংহার :** যারা সঠিকভাবে সময়কে কাজে লাগিয়েছে এ জগতে তারাই সফল হয়েছে। কাজেই আমাদের প্রত্যেককেই সময়ের মূল্য দেয়া উচিত।

## কম্পিউটার

**সূচনা :** "কম্পিউটার" অর্থ গণনাকারী। কম্পিউটার হলো এক ধরনের গণনাকারী যন্ত্র। যা আমাদের দেয়া তথ্য ও নির্দেশ অনুযায়ী তিনটি ধাপে নির্ভুলভাবে কাজ করে থাকে। যেমন :

১. কম্পিউটারে কোনো তথ্য (Data) দেওয়া হয়;
২. এই তথ্য কম্পিউটার এর ভেতর জমা করে রাখে;
৩. সর্বশেষে এই তথ্যকে কাজে লাগিয়ে মানুষের দেওয়া নির্দেশ অনুযায়ী ফলাফল দেয়।

**আবিষ্কার :** বর্তমান কম্পিউটারের উদ্ভাবক ইংল্যান্ডের গণিতবিদ চার্লস ব্যাবেজ। ১৮৩৩ সালে সর্বপ্রথম কম্পিউটারের ধারণা পাওয়া যায়।

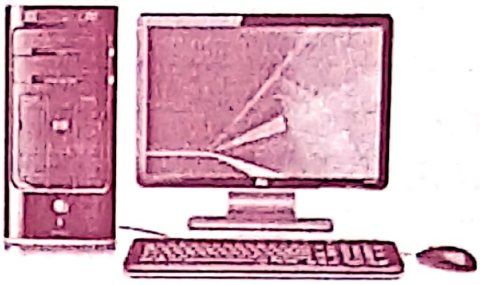

**কম্পিউটারের কাজ :** বর্তমান যুগে কম্পিউটারের মাধ্যমে অংক করা, ছবি আঁকা, বই ছাপা, রোগ নির্ণয় ইত্যাদি কাজ অতি সহজভাবে করা হয়ে থাকে।

**কম্পিউটার গঠন :** কম্পিউটার দু'ভাগে বিভক্ত। যথা : ১. হার্ডওয়্যার (Hardware) ২. সফ্টওয়্যার (Software).

**মাউস :** কম্পিউটার ওপেন করলে মনিটরে একটি তীর চিহ্ন দেখা যায়, একে পয়েন্টার বলে। মাউস নাড়াচাড়া করে পয়েন্টারকে এদিক সেদিকে নেয়া যায়।

**মনিটর :** মনিটর দেখতে টেলিভিশনের মতো। এটি কম্পিউটারের আউটপুট ডিভাইস নামেও পরিচিত।

**উপসংহার :** কম্পিউটার মানব জীবনের গতিকে আরো গতিশীল করেছে। তাই কম্পিউটার শিক্ষায় আমাদের এগিয়ে আসতে হবে।

## কাগজ

**সূচনা :** সভ্যতার যুগে কাগজ ছাড়া আমাদের একদিনও চলে না। কাগজ আমাদের দৈনন্দিন জীবনে একান্তই নিত্য প্রয়োজনীয়। কাগজকে কেন্দ্র করেই সভ্যতার চাকা এগিয়ে চলেছে।

**আবিষ্কার :** প্রায় দুই হাজার বছর আগে চীনদেশে প্রথম কাগজ আবিষ্কৃত হয়। আরবীয়রা প্রথমত এসব কলাকৌশল জেনে নেয়। কালক্রমে সারা বিশ্বের মানুষ এ কলাকৌশল জেনে নেয়। ফ্রান্সের অধিবাসী লুইবার্ট প্রথম কাগজের কল আবিষ্কার করেন। এখন প্রায় সব দেশেই কাগজের কল রয়েছে। বাংলাদেশের কর্ণফুলী পেপার মিল ও খুলনা নিউজ প্রিন্ট মিলে প্রচুর কাগজ উৎপন্ন হয়।

**প্রস্তুতপ্রণালী :** কাগজ উৎপাদন করতে কাঠ, বাঁশ, পাট, খড়, ছন ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। রাসায়নিক দ্রব্যের সাহায্যে মন্ড তৈরি করা হয়। এ মন্ড থেকেই বিভিন্নভাবে কাগজ প্রস্তুত করা হয়।

**প্রয়োজনীয়তা :** শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, অফিস-আদালত, ব্যবসা-বাণিজ্যসহ সর্বত্র কাগজ আমাদের নিত্যদিনের সাথী। কাগজ ছাড়া সভ্যতার বিকাশ কল্পনাই করা যায় না। আধুনিক যুগে এর গুরুত্ব অপরিসীম।

**উপসংহার :** কাগজ সভ্যতার বাহন, কাগজ শিল্পকে আরও উন্নত করতে আমাদের সচেতন হওয়া প্রয়োজন।